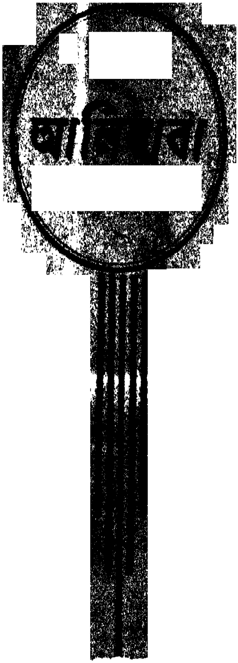


আলিবাবা

আলিবাবা

রঙ্গনাট্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

এক টাকা

পঞ্চদশ সংস্করণ

পাত্র

আলিবাবা			
কাসিম	...	...	আলিবাবার ভ্রাতা
হুসেন	...	...	আলিবাবার পুত্র
আবদালা	...	...	খোজা ক্রীতদাস
মুস্তাফা	...	...	জনৈক মুচী

দস্যু-সর্দ্দার, বান্দাগণ, দস্যুগণ, ইয়ারগণ ও হাকিম।

পাত্রী

ফতিমা	...	...	আলিবাবার স্ত্রী
সাকিনা	...	..	কাসিমের স্ত্রী
মর্জিনা	...	...	ঐ ক্রীতদাসী

বাঁদীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ও নর্ত্তকীগণ।

প্রস্তাবনা

বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেবনা।
নিত্য বনে পাঠিয়ে দেব, পর্‌ব কত সোণা দানা॥
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান থান,
না'ড়লে পড়ে যেন পাকা ধান ;—
রেকে মেপে তুল্‌ব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা॥

আলিবাবা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের গৃহ প্রাঙ্গণ

মর্জিনা

গীত

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড়া বাড়ী এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।
হরদম্ লাগাতা ঝাড়ু, তব্‌ বি অ্যায়সা হাল্॥
অন্দর্‌মে বাহার্‌মে সব্‌মে সমান,
জঞ্জাল পুরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম্;
ময়লা মোকান্—
বড়ি ময়লা মোকাম্,
ময়লা মনিম্ মেরা—লোংরা বেচাল।
দিল্-ময়লা বিবি মেরা হাজের হামেহাল॥

আবদালা! আবদালা!

আব। (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদাবন্দ!

আবদালার প্রবেশ ও গীত

আয়া হুকুম বরদার্।
আয়া হুকুম বরদার্॥
বড়ি কামপিয়ারা হরদম্ লেও ভুরপুর কাম্‌দার॥

দেখো যেত্তা কালা রং,
আঁখের তেত্তা জবর ঢং
সারা ঝট্‌পট্ কাম কর্‌নেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার॥
বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার।

গীতান্তে

আরে কেও? বেগমসাহেবা? মর্‌জিনা খানুম্?

মর্। যে দিন বেগম হ'ব, সে দিন তোরে হাজার কোড়া লাগাব।

আব। আঃ বাঁচলেম্! বড় সখ ছিল, এক দিন তোর হাতে কোড়া খাই। আল্লার কিরে—ব'লে রাখছি, যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর্। বড় মস্‌করা কচ্ছিস্ যে? কেন? আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ্ বাঁদি—থুড়ি, বিবি-সাহেব! রোগ নেই, শোক নেই—খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে ম'রে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা ছাড়ান দাও, বিবি-সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর্। ফের মস্‌করা! তবে আমি যেমন ক'রে পারি বেগম হ'ব।

আব। আমিও কণ্ঠায় কণ্ঠায় মার খাব।

মর্। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ্!

আব। ইস্! তাই বটে, আমার পিঠটে সড়্ সড়্ ক'র্‌ছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মর্‌জিনা!

মর্। বিবি-সাহেব!

আব। মর্‌জিনা, একটু আড়াল কর্, পালাই।

মর্। চল্লি কেন? একটা কথা শোন্ না!

আব। এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে! বেগম সাহেবের হাঁক শুন্‌লেই আমার (নিদ্রার অভিনয়)—তোবা তোবা!

প্রস্থান

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। কোথায় তুই, মর্‌জিনা?

মর্‌। হুকুম, বিবি-সাহেব!

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মর্‌। তোমার কথা শুনে পালা'ল।

সাকিনা। কাসিমকে ব'লে তাকে বেচে ফেল্‌তে হবে। তার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।

মর্‌। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। ব'লে আয়, আজ আমাকে পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর্‌। আচ্ছা।

প্রস্থান

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। দেখ, বাজারে যখন কাঠ মেলে, তখন আলির স্ত্রীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কর্চ্ছো কেন?

সাকিনা। আপনার জা—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে দোষ কি?

কাসিম। না, সে সব হবে না। ও মাগীটাকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়। শুধু ওটাই কেন, ও মাগীর ডাল পালা সব। আলিটাকেও দেখতে আমি পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাকিনা। সে ত তোমার ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও—সে কাঠুরে। কাঠুরের সঙ্গে

ওমরাওয়ের সম্পর্ক থাক্‌তেই পারে না। সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণ-ঘটিত দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগ্যি শ্বশুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথায় টাক প'ড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়—আমার অদৃষ্টে। আমাকে সাদি করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয়নি! নইলে, আর কারও হাতে পড়লে, ছেলে ছেড়ে ছেলের চৌদ্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরি আছে, আমি মরে মরেও ওমরাও হতুম, কিন্তু তোমাকে বিবিজান আজন্ম কাঠকুড়ুনি হয়ে থাক্‌তে হতো। যাক্‌, শোন, আলির স্ত্রীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখছি নেহাৎ গাড়োল। আমায় কি তেমনি মেয়ে পেলে যে, কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাখামাখি করি?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও তা কি জানি না? তবে সে মাগী থাকে থাকে আমাদের বাড়ী আসে কেন, বল্‌তে পার?

সাকিনা। আমি আলির স্ত্রীর কাছে কাঠ খরিদ করি। বাজারের চেয়ে দেড়া সস্তায় পাই।

কাসিম। বটে বটে!

সাকিনা। আর খাঁটি গুঁড়ির কাঠ, ডাল পালা নেই।

কাসিম। বটে বটে!

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে বটে!

সাকিনা। আর ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে দুটো মিষ্টি কথা ব'লে দুবার গায়ে হাত বুলিয়ে আরও দশ বার সের—

কাসিম। বটে বটে, বল কি? আমি যে হাসি আর রাখতে পারছিনি।

সাকিনা। তারপর হিসাবের সময় গোলমালে সিকি বাদ—বুঝ্‌লে মিয়া সাহেব?

কাসিমের উচ্চহাস্য

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে কি মন্দ কাজ ক'রেছি?

কাসিম। মন্দ—কোন্ বে-অকুফ বলে মন্দ! খাসা কাজ, তোফা কাজ। এ রকম কাজ তুমি খুব কর। কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমন্তন্ন ক'রে বস না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে—

কাসিম। তাইত তাইত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি জান, সাবধান ক'রে রাখছি। খাকতির পেট, গোগ্রাসে গিলবে। বুঝেছ বিবি, পাঁচজনের খোরাক একলা মেরে দেবে। সাবধান সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই—তুমি খানায় বন্দোবস্ত কর। রাত্রে ক'জন আস্‌বে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লেম। প্রস্থান

সাকিনা। এস ভাই এস।

মর্‌জিনা ও ফতিমার প্রবেশ

ফতিমার গীত

(ও) মোর দিদি কেনে ডাক দিছিল্ মোকে
আমার কি ছাই আগুন পোশায় এ বিহানের ঝোঁকে
রেতের বেলি মরদ কাটে কাঠ
বেহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,

ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুঁটে বেচি
(বুন) হয় মহা ঝঞ্ঝাট,
এটা কর্ত্তে, হয়না ওটা, সে মরে বোকে ॥

ফতিমা। কেন বোন, এমন অসময়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?

সাকিনা। এই বোন, আমাকে আজ পাঁচ মণ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হবে। দর কত পড়বে?

ফতিমা। তোমার কাছে আবার দর কি দিদি! অমনিই দিতে হয়। তবে নাকি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরান হয় না, তাই তোমার কাছে নেওয়া।

সাকিনা। তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্‌তে হয়, তখন তুমি আপনার জন, যাতে দু'পয়সা পাও, তা আমার দেখা উচিত নয় কি? এতে যদি দু'পয়সা বেশীও যায় সেও-বি আচ্ছা। বাজারে টাকায় তিন মন দশ সের ক'রে ভাল সুঁদরীর গুঁড়া পাওয়া যায়। তা তুমি নয় সওয়া তিন মন করেই দিও। তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত আর জলে পড়্‌বে না। তোমার কাছে যদি ওজনেও কম পাই, সেও-বি আচ্ছা।

ফতিমা। তোমার বোন এমনি ভালবাসাই বটে!

সাকিনা। তা হ'লে দর হ'ল কত? তিন মন দশ সের, এক টাকা। তার ওপর দশ সের কম দু'মন। তা হলে দশ সেরের দামটা আগে বাদ দিয়ে নাও! তাহ'লে হ'ল গিয়ে চার আনা কম এক টাকা; তার ওপর হ'ল দুমন—এক টাকার কাঠের চেয়ে একমন দশ সের কম। তাহ'লে বাদ যায় আরও দু' আনা। তোমার তাহ'লে পাওনা হয়—খাটি দশ আনা। মরুকগে, তোমার সঙ্গে আর দর করবো কি, দু'পয়সা না হয় বেশীই হ'ল। তাহ'লে তোমার পাওনা হ'ল এক টাকা ছ' পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে দু' চারখানা গরাণ যদি থাকে, পাঠিয়ে দিও ত। সুঁদরীর কয়লায় পোলাও রাঁধলে বড় গরম হয়। তোমার ভাসুরের কেমন অম্বলের ধাত—সয় না, বুঝেছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর ঝুড়ি খানেক কাঠের চোক্‌লা সেই সঙ্গে যদি পার, পাঠিয়ে দিও। তোমার ভিজে সুঁদরী, উনুন ধরাতে বড় কষ্ট। ফুঁ পাড়তে হয়—মাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মুটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না—আমি দেব?

ফতিমা। যা বল!

সাকিনা। থাক্, সে তুমিই দিও, তুমি ত আমার পর নও। যাও, শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও। মর্জিনা, কাঠগুলো সরু সরু দেখে, ওজন ক'রে নিস্। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস। আমি আসি ভাই, আমি নেজুড় রাখতে ভালবাসি না।

প্রস্থান

মর্। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে ইচ্ছা করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মর্। না থাক্, আমি বাঁদী—মনিবের কথায় বাঁদীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা ব'ল্‌ছ?

মর্। তুমি বড় বোকা!

ফতিমা। বোকা নই মা, বোকা নই।

মর্। তাহ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ?

ফতিমা। বোকা হ'লে কি মা গরীবের সংসার যোগে যোগে চালাতে পারি? আপনার জন—বুঝেই বা কি ক'রব? তুমিই বল না।

মর্। তুমি বুঝেছ! তাহ'লে তোমাকে সেলাম। চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ কুটীর

আলিবাবা, বনবালকগণ ও হুসেন

বালকগণ।— গীত

আয় রে ভাই কাট কাটিগে কটাকট্।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট্
মারিস্‌নে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুঁড়ি তাতে সান্‌বে না!
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুক্‌নো ভাঙ্গি মটামট্॥

প্রস্থান

হুসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাট্‌তে চলেছ।

আলি। কি করি বাবা! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যাপারের সূত্রপাত ক'রেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চির-বসবাস কর্‌তে হয়।

হুসেন। কেন?

আলি। ওই যে আস্‌ছেন। ওঁরই মুখে শুন্‌লেই ব্যাপারটা বুঝতে পার্‌বে এখন।

ফতিমা ও মরজিনার প্রবেশ

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল?

ফতিমা। আজ পাঁচ মন।

মর্‌। আর দু'মন ফাউ, আর আধ মন কাঠের চোক্‌লা—সেটা কি ব'ল্‌ব বাছা?

আলি। সেটা কি আর বলতে আছে? ব্যবসা কর্‌তে গেলে দু' এক মন এদিক ওদিক হয়।

ফতিমা। নাও নাও, তামাসা ক'র না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার ক'রে আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে ক'রেছ যে?

আলি। ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। ওটার দিকে নজর ক'র না। ইস্‌, আজ যে অনেক টাকা রোজগার ক'রেছ দেখছি। এই সাড়ে সাত মন আট মন কাঠের দাম এক টাকা—ছ'পয়সা?

মর্‌। তাই বা কৈ? আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

ফতিমা। বটে, বাছা, সেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে ওই ছ'টা পয়সা।

পয়সা প্রদান

মর্‌। (হুসেনের প্রতি) এই ছ'টা পয়সা তোমাকে বক্‌সিস কর্‌লেম বাবু সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার ক'রে আনে, খাটিয়েও খেতে জাননা! কাঠগুলো নিজে বাজারে বেচতে পার না? আমার মনিব, আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয় তাও দেখতে পারি না।

ফতিমা। ঠকায়নি মা, ঠকায়নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই নেয়, তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে?

আলি। তবে ব'লে নেয় না কেন?

ফতিমা। বড়মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষুলজ্জাই হয়—তাহ'লে একটু আধটু গোলমাল ক'রে নিতেও কি দোষ? দাম যে দেয়,

এই যথেষ্ট। না দিলে কি করতুম ? ও যদি বড়মানুষের না হ'ত, তোমার ভাই যদি রোজগার করতে না পারত, তাহ'লে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত। আমি সব বুঝি—বুঝে চুপ ক'রে ...ক—নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু সরবৎ খেয়ে যাও।

আলি ও ফা... প্রস্থান

হুসেন। মর্জিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোমার মনে কষ্ট হয়েছে ?

মর্। একটু একটু হয়েছে বৈকি !

হুসেন। আচ্ছা, মর্জিনা—

মর্। কি—বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন ?

হুসেন। এই তু তু-তু।

মর্। বল্‌তে কি সরম হচ্ছে ?

হুসেন। না, সরম কেন—সরম কেন ? এই তুমি কি আমাদের ভা-ভা-ভা—

মর্। ভালবাসি কি না, জিজ্ঞাসা কর্চ্ছো ?

হুসেন। হি হি হি—হাঁ মর্জিনা।

মর্। একটু একটু বাসি বৈকি।

হুসেন। তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম। তা মর্জিনা—

মর্। কি ?

হুসেন। তা—তা—তা—মর্জিনা !

মর্। আবার হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

হুসেন। দাঁড়াইনি, দাঁড়াইনি—এই চ'লে যাচ্ছি। তা, মর্জিনা !

মর্। কি ?

হুসেন। তু—তু—আমা—না, না—তুমি একটু সরবৎ খাবে ?

মর্। বুঝেছি বুঝেছি, পালাও, আবদালা আস্‌ছে।

হুসেন। এঁ্যা—এঁ্যা—আবদালা? তা, মর্জিনা!

মর্। তা হয় না, হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন। খোদা, মর্জিনাকে ফুরসৎ দাও, মর্জিনাকে রাণী কর। মর্জিনা!—মর্জিনা—

মর্। পালাও, পালাও!

হুসেন। তা'লে মর্জিনা?

মর্। আবার মর্জিনা? পালাও।

হুসেন। হা আল্লা!

প্রস্থান

আবদালার প্রবেশ

আব। আইয়ে বেগম সাহেব! ওদিকে হুজুরের জরুরি তলব পড়েছে।

গীত

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি;—
আমি বাদশা বনেছি।

মর্। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ল্যাজটা ছেঁটে দি॥
বান্দা বানর বাদ্‌শার ল্যাজ, লোকে বল্‌বে কি?

আব। থাক্ ল্যাজ তুই চট্‌পট্ আয় বেগম কোরে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবিনি॥

মর্। পাব না কি? বলিস কি রে? ওকি কথা রে।
ওরে তোর জন্যে তক্তাউস কফিন্ কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।

আব। আমি বাদ্‌শা বনেছি।

মর্। আমি বেগম হয়েছি

উভয়ে। বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি॥

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ

দস্যুগণের প্রবেশ

১ম দস্যু। সরদার! মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

২য় দস্যু। দূর! এখানে কি মানুষ আস্‌তে পারে? আমরা এ স্থানটা যত ভয়ানক হয়, ক'রে রেখেছি।

৩য় দস্যু। মিছে কি, চারদিকে মানুষের হাড় মাথা ছড়িয়ে রেখেছি; দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে?

১ম দস্যু। তবে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি? মানুষের রক্ত নিয়েই কারবার—ফট্ ফট্ মাথা ফাট্‌ছে, হুড় হুড় রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে, মাথার ঘী স্তূপাকার হচ্ছে, পাহাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায়?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা ক'রেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিস নাকি?

১ম দস্যু। ভয় নয়, ভয় নয়, রোজগার ক'র্‌তেই যদি জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে ব'লে রোজগার ক'র্‌ছি? খোদার খাজাঞ্চি-খানা, আমরা তাঁর তসিলদার। কতকাল ধ'রে আমাদের এই গুপ্ত ভাণ্ডারে ধন-সঞ্চয় হ'চ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে? একজনের পর একজন, তার পর আর একজন, এই রকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারে ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে প'ড়েছে। তার পর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার

শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাবে। ভোগ ক'র্‌বে কে ? (গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) **চিচিঙ ফাঁক।**

গুহামুখ উন্মুক্ত হইল, দস্যুগণের গুহামধ্যে প্রবেশ

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। ভোগ কর্‌বো আমি। খোদা, টাকার গাছ দেওয়াই যদি মরজি করেছো, তা হ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধরে রাখ, বাবা; আমার হাত পা অসাড় হয়ে আস্‌ছে; দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে নিও না। ফস্‌কাল ফস্‌কাল! বাবা, আছাড় খাইয়ে মের না—দু'দিন পোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ! বাঁচলুম! তবু যা হ'ক্, একটু ধাতে এলুম। বাবা, কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে, বইতে বইতে, জান হায়রাণ। খোদা আছেন, খোদা আছেন। কাসিম্ আর আমি এক মার পেটেই ত জন্মেছিলুম; কাসিম হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে। এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, একদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আল্লা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোণার ছালা হবে না? যা হ'ক বাবা, মরেছি না মর্‌তে আছি। আপাততঃ একটু গা-ঢাকা হই।

অন্তরালে প্রস্থান

নেপথ্যে। **চিচিঙ ফাঁক।**

দ্বার উদ্‌ঘাটন ও দস্যুগণের বহিরাগমন

সরদার। **চিচিঙ বন্ধ।** (দ্বাররোধ) চল আজ হিরাটের দিকে যাওয়া যাক।

দস্যুগণ। গীত

বোঁ বন্ বন্ সো সন্ সন্ ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ
ছোট্ ছটাছট্ লে ঝটাপট্ মার্ত্তে হবে ছোঁ॥

হিরাট কাবুল বল্‌ক কি বোগ্দাদ, তিহারাণী ইস্পাহাণী কেউ না যাবে বা

মুলুক বুঝে কুল মুলুকে পড়ব সড়াক্ সোঁ।

ফুঁড়বো ফাঁড়বো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের গোঁ

প্রস্থ

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। আর এখন ফিরচে ব'লে ত বোধ হয় না। যাক্, স হয়ে এল, আর ত থাকা যায় না। (গুহা-সম্মুখে যাইয়া) চিচিং ফাঁক। (দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আল্লা!

ভিতরে প্রবেশ

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার গৃহ-প্রাঙ্গণ

ফতিমা উপবিষ্টা

ভিখারী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত

ও মা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা ;
নিয়ে যাই আদর ক'রে, সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা, বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিদের জ্বালা
(মুখে) সরে নাক রা।

ফতিমা। ওগো আমার কি হ'ল গো! কেন, আমি দুপুর বেলা মর্‌তে তাকে বনে পাঠালুম গো!

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে এসেছো গা! এত দেরী ক'রে এলে—আ তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরছি।

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁগা, আজ কোথায় কাঠ কাট্‌তে গিছলে। বনের কাঠ উজোড় ক'রে আন্‌লে নাকি? লুকিয়ে ও কি আন্‌ছ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন, চেঁচিয়েই বলবো—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুম, এইবারে গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো। হাঁগা ও কি গাছের কাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন, ডাকফোঁকরে বলবো—আমরা বন থেকে কাঠ এনে খাই, কোন বেটাবেটীর জিনিষের দিকে ত নজর করি না। হাঁগা, ও বুঝি চন্দন কাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? সব বেটা বেটীদের শুনিয়ে বলবো, কারুর ত একচালায় বাস করি না, তবে ভয় কি? হাঁগা, থলে কোথায় পেলে গা?

আলি। চুপ চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!

ফতিমা। মোহর! ও বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আস্তে—আস্তে। গোল ক'র না—গোল ক'র না। কোড়া খাবি, মারা যাবি।

ফতিমা। এ্যাঁ এ্যাঁ!—আস্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের মোহর কি গো! তুমি অবাক্ করলে গো! আমরা দিন আনি দিন খাই, কোন দিন বা পাই না পাই, আমাদের মোহর কি গো! তুমি ডাকাতি কর্‌তে শিখেছ নাকি? ওগো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো!

আলি। আরে মর্—চুপ কর্ না মাগী।

ফতিমা। ওগো চুপ কর্‌তে পার্‌ছি না যে গো! তুমিই য আমার প্রাণে ম'লে, তাহ'লে কি সুখে চুপ ক'রে থাকি গো?

আলি। আরে মর্, চুপ কর্ না, কি বলি শোন্ না। চেঁচালে আমার গর্দ্দানা যাবে।

ফতিমা। তা তো যাবেই দেখতে পাচ্ছি গো! তবু যে চুপ ক' থাকৃতে পাচ্ছি না গো! তুমি এমন ইমানদার, তুমি ডাকাতি ক' টাকা আন্‌লে?

আলি। আরে না না, খোদা দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটে মোহর পেয়েছি।

ফতিমা। বল কি?

আলি। চুপ কর্।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি! সোণার মোহর—বল কি! কাঠের ভেত —বল কি! ওরে বাবা!

আলি। গা ঘেঁসে কাণটীর কাছে এসে, "বাবা গো" "বাবা ..." কর্। চেঁচাস্‌নি—মারা যাব।

ফতিমা। ওগো মাফ্ কর গো! জন্মের শোধ একবার চেঁচিয়ে নিই গো। এমন দিন আর পাব না যে গো! ওগো মাগো! এমন সময় তুই কোথা গেলি গো! তুই যে বড় কষ্ট ক'রে আমাকে মানুষ করেছিস গো।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত শব্দ

আলি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—চেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

ফতিমা। ও আমার হুসেন আসছে; ওরে আমার হুসেন রে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সামলে রাখি—

ফতিমা। ও যে আমার হুসেন—ও যে আমার হুসেন।

আলি। আরে দূর ন্যাকা মাগী—হ'ক না হুসেন, একটু বাদে হুসেনকে দেখালে কি চলবে না?—যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস্, আগে আমি মোহর সামলাই—নিজে লুকুই, তার পর খুলে দিস্।

ফতিমার দ্বার উন্মোচন, হুসেনও প্রতিবেশীনীগণের প্রবেশ

হুসেন। কি হয়েছে মা?

১ম প্র। কি হয়েছে হুসেনের মা?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ?

৩য় প্র। কি হয়েছে গা?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা ধরেছে—তার জন্যে ছট্‌পট্ করছি আর কাতরাচ্ছি।

হুসেন। বলিস কি মা, কখন হ'ল মা?

১ম প্র। আহা, তাহ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা!

২য় প্র। আহা, তা বাছা হয়েছে যখন, মুখ টিপে পড়ে থাক। আমার ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট ক'রে, কত রূপ কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে, মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়েছি; তোর চীৎকারে সে দু'একবার ঝাঁকরে ঝাঁকরে উঠেছে —উঠলে বড় মুস্কিল হবে; আমাদের মিন্‌সে আফিমখোর—নেশা ...র চ'টে যাবে

৩য় প্র। আহা! তা যখন হয়েছে মা, ওষুধ খা।

২য় প্র। মোরগের নাদি, টিকটিকির ল্যাজ, হুঁকোর জল দে বে
পেটে পেরলেপ দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

৩য় প্র। আরশোলার তেল, আর বোকাছাগলের দাড়ী, শি
থেঁতো ক'রে গুঁড়িয়ে, তাতে একটু আদা মধু দিয়ে—ঢক্ ক'
চোক-কান বুজে খেয়ে ফেল, ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

হুসেন। কি বলিস মা, হকিম ডাকব ?

ফতিমা। হাঁগা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি
আলি কাট কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমা
পেটে অসুখ; বাছা, আজকের মতন, আমাকে সের পাঁচেক চাল ধা
দিতে পার ?

১ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধরনি মা, যে তার মাথা ধরলে
তোমার পেটে ব্যথা ধরবে !

ফতিমা। থাকে ত দে মা !

১ম প্র। চাল কোথায় পাব ? আপনারাই পেটের জ্বালায় মরি
তোমার পেটের ব্যথায় চাল কি গো !

প্রস্থা

২য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই অ
বায়না ধরলে আবার কি ক'রে ঠাণ্ডা করবো !

প্রস্থা

৩য় প্র। উহুহু ও মা ! আমার পেটেও যে ব্যথা ধরলো গো !

প্রস্থা

হুসেন। সত্যি সত্যিই কি তোর অসুখ ? সত্যি সত্যিই কি বাবা
মাথা ধরেছে ?

ফতিমা। শত্রুর ধরুক ! ও হুসেন—হুসেন। দরজা দিয়ে আ
অনেক কথা আছে।

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথাকরণ)—ওরে বাবা হুসেন!

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। হিঃ হিঃ হিঃ! কি বলবো রে হুসেন!

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। গেছে—তারা গেছে!

ফতিমা। গেছে গেছে, আর চেঁচাব না; ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব না—এই নাক-কান মলছি।

হুসেন। কি বাবা; ব্যাপার কি বাবা?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা, শীগ্‌গির যা।

হুসেন। কেন বাবা? সন্ধ্যে বেলায় কোদাল কি হবে বাবা?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি!

ফতিমা। আলি—আলি—আমাদের কি হ'ল আলি!

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা?

ফতিমা। চুপ—চুপ!

আলি। আস্তে—আস্তে!

হুসেন। আস্তে কেন বাবা?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ—চুপ!

আলি। কোদাল আন্—শীগ্‌গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায়?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ—চুপ।

হুসেনের প্রস্থান

আলি। শীগ্‌গির আয়—কি পেয়েছি দেখবি আয়।

২য় প্র। মোরগের লাদি, টিকটিকির ল্যাজ, হুঁকোর জল দে বে
পেটে পেরলেপ দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

৩য় প্র। আরশোলার তেল, আর বোকাছাগলের দাড়ী, শি
থেঁতো ক'রে গুঁড়িয়ে, তাতে একটু আদা মধু দিয়ে—ঢক্ ক'
চোক-কান বুজে খেয়ে ফেল, ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

হুসেন। কি বলিস মা, হকিম ডাকব ?

ফতিমা। হাঁগা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি
আলি কাট কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আম
পেটে অসুখ; বাছা, আজকের মতন, আমাকে সের পাঁচেক চাল ধ
দিতে পার ?

১ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধরনি মা, যে তার মাথা ধরবে
তোমার পেটে ব্যথা ধরবে!

ফতিমা। থাকে ত দে মা!

১ম প্র। চাল কোথায় পাব? আপনারাই পেটের জ্বালায় ম
[illegible] পেটের ব্যথায় চাল কি গো!

প্র

২য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই আ
বায়না ধরলে আবার কি ক'রে ঠাণ্ডা করবো!

প্র

৩য় প্র। উঃ ও মা! আমার পেটেও যে ব্যথা ধরলো গো!

প্র

হুসেন। সত্যি সত্যিই কি তোর অসুখ? সত্যি সত্যিই কি বা
মাথা ধরেছে ?

ফতিমা। শত্রুর ধরুক! ও হুসেন—হুসেন। দরজা দিয়ে ত
অনেক কথা আছে।

ফতিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথা-করণ)—ওরে বাবা হুসেন!

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। হিঃ হিঃ হিঃ! কি বলবো রে হুসেন!

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। গেছে—তারা গেছে!

ফতিমা। গেছে গেছে, আর চেঁচাব না; ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব না—এই নাক-কান মলছি।

হুসেন। কি বাবা; ব্যাপার কি বাবা?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা, শীগ্‌গির যা।

হুসেন। কেন বাবা? সন্ধ্যে বেলায় কোদাল কি হবে বাবা?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি!

ফতিমা। আলি—আলি—আমাদের কি হ'ল আলি!

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা?

ফতিমা। চুপ—চুপ!

আলি। আস্তে—আস্তে!

হুসেন। আস্তে কেন বাবা?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ—চুপ!

আলি। কোদাল আন্—শীগ্‌গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায়?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ—চুপ।

হুসেনের প্রস্থান

আলি। শীগ্‌গির আয়—কি পেয়েছি দেখবি আয়।

পঞ্চম দৃশ্য

কাসিমের বহির্ব্বাটী

উপবিষ্ট আবদালার নিকট মর্জিনা দণ্ডায়মানা

আব। মর্জিনা ভাই, একটা গান গা'।

মর্। এই কি গানের সময় ?

আব। আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গা[ই] কর্‌ছে, এটা বেশ বুঝতে পার্‌ছি।

মর্। কিসে বুঝলি ?

আব। কালবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কা[ল] মেঘের কণা দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁট খানেক জল দেখা দিয়েছে। আজ এমন মস্‌গুলের দিন তুই দূরে দূ[রে] স'রে বেড়াচ্ছিস! যা দেখতে পাবার নয়, তাই দেখবার জন্যে চারধারে নজর মার্‌ছিস্! চোখ দুটো যেন আউটে রয়েছে, তোর ভেতরে আজ ঝড় বইছে।

মর্। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাঁড়ি খানেক কি ঢুকেছে কিসে সারে বল দেখি ?

আব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এখন।

মর্। ঝড়ে আবার গান কি ?

আব। ঝড় বাইরে হু হু করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়; তুই বাঁদী—তোর বাঁধা বরাত; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ, তুই হাউ হাউ কর্—আমার কানে মধুর ঠেকবে এখন।

মর্। কি গাইব ?

আব। একটা ভালবাসার।

মর্‌। দূর—বাঁদীর আবার ভালবাসা।

আব। তবে আমি বলি, শোন্‌।

আবদালা ও মর্‌জিনার গীত

আব। বড় মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা হোয় আপ্পাম।

মর্‌। অন্ধাকো আঁখ মিলতা, ফুটে গুঙ্গাকো জবান॥

আব। ল্যাড়া চলে ভাঙ্গর মারে ছুট,

মর্‌। বাহারাকো কান পিয়ারমে ফিন ফুট :

উভয়ে। বিমার টুটে ইনসাফিসে আক্কেল পায় নাদান॥

নেপথ্যে। আবদালা!

আব। হুজুর!

প্রস্থান

ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা। হাঁগা, সাকিনা বিবি কোথায় গা?

মর্‌। কেন গা?

ফতিমা। দরকার আছে; শীগ্‌গির বল না গা!

মর্‌। হুকুম আছে; কেন, না বল্লে বল্‌তে পার্‌ব না যে গা!

ফতিমা। আমায় একটা কুণকে দিতে পার?

মর্‌। এত রাত্রে কুণকে কি হবে?

ফতিমা। হবে মা, একটা কিছু হবে।

মর্‌। না বল্লে দেব না।

ফতিমা। এই ধান মাপবো মা।

মর্‌। এমন সময় ধান পেলে কোথায়?

ফতিমা। পেয়েছি মা!

মর্‌। তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে পেলে বল্‌তে হবে।

ফতিমা। কর্ত্তা এনেছে মা।

মর্। কর্ত্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেলে কখন?

ফতিমা। বনে ধানের গাছ ছিল মা!

মর্। ধানের গাছ?

ফতিমা। হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাক ধান ছিল ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়েছে।

মর্। ধানগাছের কি গুঁড়ি আছে?

ফতিমা। আছে বই কি মা, বনের ভেতর কত কি আছে, কে বলতে পারে? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ও মা, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বলতে কি বলেছি মা বনে কিছু মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত দাও মা, নইলে বল চ'লে যাই।

মর্। এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা বল্লে, আর কারও কাঁছে এমন পাগলের মত বোকো না—বিপদ ঘটবে!

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। বিপদ্—বিপদ্! বিপদ্ কি রে মর্জিনা?

মর্। বিপদ্ অন্য কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুণকে চা'চ্ছে চাল মাপতে; এখন কি ক'রে দিই?

সাকিনা। কুণকে, কুণকে? কে ও বোন্, তুমি চাচ্ছ? তা আমি দিচ্ছি। তুই শীগগির আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাক্‌ছে।

সাকিনা ও মর্জিনার প্রস্থান

ফতিমা। আমি পালাই, না, না; নিয়ে যাই, না না পালাই; উঁহু নিয়ে যাই।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। ও কি ফতিমা ছট্‌ফট্ কর্‌ছিস্ কেন?

ফতিমা। কর্‌ছি দিদি! আজকাল ওই রকম ক'রে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না। কিছু গূঢ়তত্ত্ব আছে। (প্রকাশ্যে) ওই যা? ছ্যাঁদা কুণকে এনে ফেল্লুম! রোস্ ভাই, ভাল কুণকে আনি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছ্যাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দূর, তাও কি হয়? আমি যাব আর আস্‌ব।

সাকিনার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

এই নাও।

ফতিমার কুণকে লইয়া প্রস্থান

কুণকের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে থাকবেই থাকবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নাট্যশালা

কাসিমের সঙ্গীগণ ও নর্ত্তকীগণ

গীত

লেও সাকি দেও ভর্ পিয়ালা, পিলাও দারু ফিন্
লাল সিরাজি আঙ্গুর সবার গুলকে তর্ রঙ্গিন্॥
নয়নামে ঠর্ চাটনি মিঠা বাৎ
আব থানে দেও দিল্ পিয়ারা সাধ
ঘুরনা ফিরনা খোব কর্‌না কাম্ বড়া সঙ্গিন্॥

১ম সঙ্গী। এই সিরাজ সহরে ঢের ঢের বড়লোক নবাব ওমরাও

আছে, কিন্তু বাবা কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেলখোলসা লোক একটীও মিলবে না।

সকলে। একটিও মিলবে না।

১ম সঙ্গী। মেলবার ত গতিক দেখি না। যত বেটা দুনিয়ার ফকির মক্কার পীর হয়েছে। তারা কি আমাদের কদর জানে? না সে বেটাদের ভাল হবে? বেটারা ঝাঁঝে শুকিয়ে মর্‌বে।

২য় সঙ্গী। সে বেটাদের কথা যেতে দাও। দোস্ত, আমাদের এখন দেদার চালাও—জানদের খুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও। ওহে সাকি, ও সোণারচাঁদ, হুড় হুড় ক'রে ঢেলে দে রে; দিয়ে যাও দিয়ে যাও—বিবিদের মদ্দ বানিয়ে দেও।

১ম নর্ত্তকী। তা আমরা মদ্দই ত।

২য় সঙ্গী। মদ্দ না হ'লে আর মরদেরা মাথায় ক'রে রাখে?

১ম সঙ্গী। তা তোমরা মদ্দ হও, আমরা মাদোয়ান হ'য়ে তোমাদের পাছে পাছে ফিরি।

গীত

উভয়ে। কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ।
মরদ মাদা বন গিয়া সব মর্দ্দানা আওরাৎ॥
সঙ্গী। ফুর্ত্তিসে দেও কুর্ত্তি পিনি, ওড়নি উও পেসোয়াজ
নর্ত্তকী। পায়জামা দেও, আচকান দেও, চোগা কাবা শিরতাজ।
উভয়ে। উল্টা সাজে ওলট পালট দাকয়া মে দিন্‌রাত।
রং বেরং এর ঢং চালাকর আও ফিরি সাথ সাথ॥

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। কি হে ভাই সব, আমোদ চলছে ভাল ত?

১ম সঙ্গী। কাসিম সাহেব আমাদের বড়ঘরওয়ালা, ওঁর সকল চালই আমীরী।

কাসিম। দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনাদের ঘর মনে ক'রে রাখ, যা দরকার হবে, চেয়ে চিন্তে নাও ; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাঞ্চি আছে, বাবুর্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যাকে যা হুকুম করবে, সে তাই এনে দেবে। কিছু সরম ক'র না।

২য় সঙ্গী। কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হ'লেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।

৩য় সঙ্গী। সে হ'ল বলে, আর বড় দেরী নেই।

কাসিম। আমাদের কর্ত্তাদের ছেলে তারা বাদসার কাছে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকৃত। এই বাদসার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় সঙ্গী। বাদসা বেটা আহম্মক, লোক চেনে না।

সকলে। আহাম্মক, আহাম্মক।

৩য় সঙ্গী। বাদসা বেটার এমনি ক'রে কান মলে দাও।

সকলে। দাও, কান ম'লে দাও।

কাসিম। আবদালা, আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর।

কাসিম। জলদি আও, সিরাজি লে আও, দশ বোতল সিরাজি লে আও।

সাকিনার প্রবেশ

সকলে। আইয়ে সাকিনা বিবি!

সাকিনা। হাঁগা, কাসিম সাহেব কোথা গা?

কাসিম। এই যে, মেরি জান।

সাকিনা। কৈ গা! আমি যে চখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে বিবি? কি হয়েছে বিবি? আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও।

সাকিনা। তুমি কাসিম ত?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বোলছ?

সাকিনা। তবে শোন, একটু আড়ালে চল।

কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন

আবদালার প্রবেশ

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। যাতা হ্যায় মিয়া সাব। (কাসিমের নিকট যাইয়া) হুজুর।

কাসিম। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, বল কি?

সাকিনা ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও। (জনান্তিকে) বল কি? তুমি নিজের চখে দেখেছ? বল কি?

আব। হুজুর!

কাসিম। চোপরাও শুয়ার, হাম তেরা হুজুর নেহি। (জনান্তিকে) কখনই নয়, ঝুট বাৎ। বল কি? এও কি একটা কথা? বল কি? আবদালা, সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা, এদিকে নিয়ে আয় না।

সকলে। আবদালা, ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই, ইধার আও।

সাকিনা। তাহ'লে তুমি মিথ্যা মনে ক'রেই বসে থাক, আর ইয়ারকি মার।

কাসিম। বল কি! অ্যাঁ—বল কি। অ্যাঁ—বল্লে কি!

আব। হুজুর সিরাজি।

কাসিম। আবার হুজুর?

আব। না না হুজুর, তা হ'লে হুজুর—

কাসিম। চোপ চোপ। (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেহি শুনেগা।

আবদালার প্রস্থান

(জনান্তিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি! কভি নেহি—নেহি—নেহি—হাম নেহি—তোম নেহি—এ শালা লোগ নেহি—কুচ নেহি।

১ম সঙ্গী। কি হ'ল, কাসিম সাহেব?

কাসিম। চোপরাও।

৩য় সঙ্গী। অ্যাঁ—অ্যাঁ। চোপরাও! সে কি, সে কি,—কাসিম সাহেবের বড় নেশা হয়েছে। এই-ও বিবি জানেরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে ঝাঁকারি দাও।

কাসিম। বাহার যাও, বাহার যাও।

নর্ত্তকীগণ। কি হ'ল, কি হ'ল, সাকিনা বিবি?

সাকিনা। ভাই ব্রাদার বিবিজান, তোমরা সব আজ চ'লে যাও, আমার খসমের বেমারি হয়েছে।

কাসিম। জল্‌দি—জল্‌দি।

নর্ত্তকীগণ। আহা, এই যে ভাল ছিল গা—এই যে কথা কচ্ছিল গা! আহা, এরি মধ্যে কি হ'ল গা?

কাসিম। হুয়া—হুয়া, কুচ হুয়া, আলবৎ হুয়া।

সঙ্গিগণ। কি হ'ল—কি হ'ল?

মর্‌জিনার প্রবেশ

মর্। আর কি হ'ল! পালাও। কাসিম সাহেবকে শিয়ালে কামড়েছিল, তাই বুঝি কি হ'ল।

নর্ত্তকীগণ। সে কি গো, তা হ'লে কোথায় যাব গো!

সঙ্গিগণ। এই বাবা মাটি করলে,—খেলে—খেলে!

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ। কভি নেহি, দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) হুয়া—হুয়া।

নর্ত্তকীগণ। ওরে বাবা রে।

মর্। পালাও পালাও, এদিক দে পালাও—পালাও।

পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল

মর্। পালাও, পালাও, খেলে খেলে।

সঙ্গী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

কাসিম। অ্যাঁ, বল কি? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে উঃ! বুক গেল! যে আলি কমবখৎ, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ তুমি, তারে ঘেন্না কর, গরীব ব'লে কথা কওনা ভাই বলনা, খানায় ডাকনা, দেখ তার কত টাকা। তুমি টাকা একটী একটী ক'রে গুণে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্ত্তে পারে না!

কাসিম। কৈ! কুণ্‌কে কৈ?

মর্। এই আমার কাছে।

কাসিমকে কুণ্‌কে প্রদান

কাসিম। (কুণ্‌কে ঠুকিয়া) ওরে আবার বেরুল যে রে! বাবা যাই যে, আবদালা!

মর্। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর!

মর্। জল্‌দি আও। এক পেয়ালা সিরাজি লে আও। সিরাজি লে-আও।

আবদালার পুনঃ প্রবেশ

কাসিম। এক পেয়ালা নেহি, দশ পেয়ালা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই।

পেয়ালা নিক্ষেপ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলিবাবার গৃহ

আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্ট

গীত

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্‌দারী।
লাহল্‌ বিনা এ ক্যা ঝকমারী॥
হাজার সে উঠ্‌ উঠ্‌ যায় লাখোঁ মে,
লাখো বি পঁহুছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয়া বাঢ় যায় দিল ছোটি হো যায়,
ক্যায়সে চলেগা মেরা দিনদারী॥

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলিবাবা!

আলি। কি গা ফতিমা!

ফতিমা। আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাওনা গা।

আলি। কেন গা?

ফতিমা। কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহনত হবে, গা দিয়ে গল্‌ গল্‌ করে ঘাম বেরুবে, তখন ছ'জন হ'ল, গা হাত পা টিপে দিলে; ছ'জন বাতাস করলে; একজন সরবৎ তৈয়ারি করে মুখে ধরলে; একজন বা হয় ত পাশটিতে বসে দুটি গান গাইলে।

আলি। আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে?

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ওগো আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোক ফেটে জল আস্‌ছে কেন গো—গা' হাত, পা টলমল কর্‌ছে কেন গো?

আলি। ওরে থাম্, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না কেন গো?

আলি। মাটি কর্‌লে—মাটি কর্‌লে; থাম—থাম।

ফতিমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি করে হলুম গো। আবার ছেলেমানুষ হতে আমার ইচ্ছে হচ্চে গো।

আলি। হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে; হুসেন—হুসেন, তোর মার মাথা গরম হয়েছে। শীগ্‌গির একটা হাকিম আন্।

মর্জিনা ও হুসেনের প্রবেশ

মর্। ওগো তোমরা হাকিম আন। হুসেন সাহেবের জন্যে হাকিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরছিল, যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দারোগায় ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে-পায়ে ধরে এনেছি

ফতিমা। তুমি কে? কে ও, মর্জিনা? তুই আমাদের কথা কিছু টের পেয়েছিস বাছা?

মর্। কতকটা পেয়েছি বৈকি।

আলি। তা—টের পেয়েছিস পেয়েছিস। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট নেই, টের পাস আর না পাস, বলি শোন! আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?

ফতিমা। মিছে নয়, টাকার গন্ধেই যখন আহার নিদ্রা ত্যাগ

করিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি? দাও, দূর ক'রে দাও—ও আপদ এখনি ঘর থেকে বিদেয় কর। মর্জিনা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, ওকে দিয়ে দাও।

মর্। বটে, তুমি ত খুব দেলখোস দোস্ত? বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এই বুঝি বকসিস্—আমায় পাগল কর্ত্তে চাও? আমি বাঁদী—তোমরা স্বাধীন গেরোস্ত; তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারব? তোমরা পাগল হ'লে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে? পাগল বাঁদী কাণা-কড়ি দিয়েও কেউ কিন্‌বে না। আমি চল্লেম বাছা; সকাল হ'ল, এখনই মনিব ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিবাবা! আলিবাবা!

মর্। ঐ বুঝি মনিব আসছে? সর্ব্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মর্। ভয় গো—বিষম ভয়; আমায় এখনি অপমান করবে।

হুসেন। কি, অপমান করবে? আমার সুমুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, থাম।

হুসেন। আমার যে মান রক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে—তার অপমান সইব?

আলি। অপমান করবে না—অপমান করবে না, থাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা।

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হুসেন। মা, আমার কুড়ুলটা দেত।

আলি। আরে হতভাগা ছেলে, কুড়ুল কি হবে?

হুসেন। যদি অপমান করে?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম।

ফতিমা। অপমান ক'রে ব'সে রয়েছে—আর কর্‌বে না! তুমি যেমন ন্যাকা।

মর্‌। ও মা, আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা, তোমাদের সুমুখে যদিও না পারে, বাড়ীতে গিয়ে নিদ্দম মারবে।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

হুসেন। মা, তুমি আমার টাঙ্গি দাও; ও আমায় খসম ব'লে দারোগার হাত থেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে; আমি ওর খসম—দাও, আমায় টাঙ্গি দাও—দাও, শীগ্‌গির দাও।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হাঁা হাঁা, উপায় কর। মর্‌জিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা সইবে—উপায় কর।

আলি। তাই করছি। হুসেন, দে রে দোর খুলে দে।

নেপথ্যে দ্বার-ভঙ্গ-শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার মতন ঘুমুচ্ছ নাকি? এত চীৎকার কল্লুম, এত দোরের শব্দ কল্লুম—কাণে গেল না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি—আরে মর্‌—মর্‌জিনা, তুই এখানে কেন?

মর্‌। হুজুর! আমি কাঠ কিনতে এসেছি।

কাসিম। ভোর বেলায় কাঠ কিনতে এসেছ? আমি ন্যাকা?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি পদার্পণ করেছ?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন—আগে বাড়ী চল, তার পর; বিবি সাহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—ছ'শ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ কর' না ভাই; ও স্ত্রীলোক—তায় বালিকা।

কাসিম। বলি, ব্যাপারখানা কি আলি?

আলি। কি ব্যাপার ভাই?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলে—কোথা থেকে চুরি করলে?

আলি। টাকা?—টাকা কি?

কাসিম। বুঝতে পারছ না?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পারছ?

আলি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ও কি?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ, বল না? এত পেয়েছ যে, কুন্‌কে দিয়ে মেপেছ?

আলি। ভাই, আমি চুরি করি নি—খোদা আমায় দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায় নি! বড় বড় কাজী, মোল্লা, নবাব, বাদসা প'ড়ে রইল, আমি প'ড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি ক'রে আলি সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে! শীগ্‌গির বল, নইলে কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক—ক্ষতি নেই। কোতোয়ালকে ভয় করি না; তবে তুমি ভাই, তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার

সুখে আমার আনন্দ ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখান থেকে এনেছি, সেখানে এত ধন আছে যে, হাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ কর্‌তে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই, এক মায়ের পেটের ভাই—আলি, এটা কি সত্য কথা?

আলি। সব সত্য। এক বর্ণও মিথ্যা নয়—এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গীর বল ভাই!

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাঁদীটির ওপর কোন অত্যাচার করবে না।

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি অত্যাচার করবার লোক!

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি; তুমি এত ধনের অধীশ্বর, আমি ভাই কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখ নি! শুনেছি, তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে? কোন্ শালা বলে?

মর্জিনার দিকে তীব্র দৃষ্টি

মর্। আমি বলি নি।

আলি। ও বলবে কেন? এ সহরের কে না সে কথা জানে? আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে যদি আবার মর্জিনাকে প্রহার কর?

কাসিম। আরে না না; আমি মর্জিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মর্জিনাকে আমায় বিক্রী কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আমি যথা সর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ—না পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও তার সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মর্জিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মর্। (নতজানু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্য আবার ফকির হলে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে খাব। নাও ভাই, চল, আড়ালে যাই—তোমাকে মর্জিনার দাম দিই, আর ধনের কথা বলি। আয় ফতিমা!

আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান

হুসেন। হ্যাঁ মর্জিনা! তা হ'লে তুমি আমাদের হলে?

মর্। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার কতকটা খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

হুসেন। দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মর্। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

হুসেন। দেখ মর্জিনা—

মর্। তা হ'লে সিরাজি।

হুসেন। আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মর্। ওঃ, তা হ'লে দেখছি—কাঁজী।

হুসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহা সম্মুখ

কাসিম

কাসিম। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক। (বার বার উচ্চারণ) বেটারা বেছে বেছে বের করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই করুক, বেটা চালাক বটে। এতবার মুখস্থ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে, এখনও ভাল রকম কায়দা করতে পারছি না। চিচিঙ ফাঁক, লিখে আনলেই ছিল ভাল, যদি মন থেকে সরে যায়? আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম, কাজটা ভাল হয়নি। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক। না না, এত রাস্তা মনে ক'রে এসেছি তখন আর ভুলছি না। চিঁ চিঁ—মানুষ খেতে না পেলে যা করে, তাই; আর তার উপর ইঙ, এই তিনটে হরপ অ মনে থাকবে না? খুব থাকবে। চিচিঙ ফাঁক! পাঁচটা ঘোড়া এনেছি, খাইয়ে দাইয়ে বেটাদের এমন মোটা সোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচ মণ ক'রে বইতে পারবে না? না, যেটা সহজভাবে পারবে, সেই ভাল। শেষ কালে কোমর ভেঙ্গে রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলেই বিপত্তি, প'ড়ে গেলে থলে ছিঁড়ে রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না, কাজ নেই। মণ তিনেক ক'রে নেব, আর আমারই ত আসা যাওয়া পাঁচবারে অল্প অল্প ক'রে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ—পোনের মণ, আর আলির ঘরের এক মণ,—যা চলে! আলির ঘরের মোহরগুলা আগে বাড়ীতে রেখে এলেম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুঁটি টিপে টাকা আদায় করব না! বাঁদী-বেচা টাকা—চালাকী কথা নয়। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক,

চিচিঙ বোজ্। আর কতদূর? এই ত সেই গাছ—এই ত সেই পাহাড়ের ধার। এই বাবা মাটী করেছে! আশে পাশে রাশি রাশি মুণ্ডু আর হাড় যে! বাবা, কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য একটা ফন্দি কর্‌লে না ত? না না, এই না দোর? (উচ্চৈঃস্বরে) চিচিঙ ফাঁক (দ্বারোদ্ঘাটন) ইয়া আল্লা—এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা, এ ক্যা হ্যায়—উ ক্যা হ্যায়—হোম কোন্ হ্যায়?

ভিতরে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার অভ্যন্তর

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা, আমার টাকা সঙ্গে, দুনিয়া আমার, কিনা আমার? চাকর আমার, চাকরা আমার, বাদশা আমার—বেগম আমার, চোর আমার, ফকির আমার—আমি যা ইচ্ছা, তাই করব। যারে চাইব, তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব, হাজার হাজার ইয়ার পাব, লাখ লাখ ইয়ারকির মুখ খুলে যাবে—আশে পাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম কর্‌ছে, রাজকন্যা আমায় কুর্ণিস করছে, আদর করছে,—কি মজা! এখন কি করি? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই কি মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার একটি কাণা কড়ি ছাড়ব না। এখানকার ধুলা ঝেড়ে নিয়ে যাব, আমি নাচব—নাচব। তারপর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর ক'রে আদর কাড়াবে, কি এনেছ—কি এনেছ ক'রে ছুটে আসবে; আদর ক'রে

আঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধ'রে মানের কান্না কাঁদবে। দেরী হয়েছে, অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি ব'লে ন্যাকা ন্যাকা খোনা খোনা কথায় তিরস্কার করবে—আর আমিও অমনি জুতোর ঠোক্কর মেরে দূর ক'রে দেব। তার বড় অহঙ্কার—তার বাপের বিষয় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে দেখতে পায় না; তার অহঙ্কার আর সইব না—তার বাপের ধনে বড় মানুষ, এ কলঙ্ক রাখবো না। তার বিষয় তাকে ফিরিয়ে দিয়ে তালাক দিয়ে দূর ক'রে দেব! না না, তাই বা কেন?—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বার ক'রে দেব। এখন আমার কপাল জোর—কাজী মোল্লা নকল চোর—যেই আসবে শুনতে নালিশ—অমনি হাতে করবো তেলের মালিস, যেমন দেখবে আড়-নয়নে, নখের কোণে টাকা—অমনি সব শালা হবে ন্যাকা। বলবে, সাকিনা বিবি—তাই ত, তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল—আমাদের মনে নাই ত। আর আলি! তুই আমার চোখের বালি—একবার হয়েছি অনাবধান, অমনি সোণার মোহর লাখো খান? একেবারে আমীর হয়েছিলি—সর্ব্বনাশ করেছিলি? তোকে রাখলে কি রক্ষ আছে? তোমায় একেবারেই দুনিয়ার বার—ফতিমাকে করবো আ[illegible] —আর মর্জিনা? তুমি আমার সরেস বাঁদী—তোমায় ধনমণি ছাড়ছি না। যাই, এইবার জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, আমার তোষাখানায় কতক কতক নিয়ে যাই।

অন্তরালে গমন

শূন্যে নিয়তির আবির্ভাব

গীত

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
    হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
    এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব।

পিতা, মাতা, দারা, সুতা সুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হইবে দু' আঁখি ;
রহিবে না বাকি, হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান কিবা হোস গরীব।

অন্তর্ধান

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মুক্তো, তিন বস্তা মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেওয়া যাক—তার পর আমারই ত তোষাখানা, যখন যা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব। যা সর্ব্বনাশ করেছি! কি ব'লে দোর খুলতে হয়?—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে! ভোলবার কি উপায় রেখেছি, আষ্টে পিষ্টে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে? মানুষ খেতে না পেলে কি করে—খাই খাই! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত! কি কল্লু'ম—সর্ব্বনাশ কল্লু'ম? মানুষ খেতে না পেলে কি করে?—ওই ত করে—আবার কি করে? দে দে—না না, তাও ত নয়; হা হা—তাও যে নয় গো! ওরে বাবা, কি কল্লু'ম। খেতে না পেলে কি করে? মোট বয়, চাকর হয়—চুরি করে, বাটপাড়ি করে—আমার মাথা করে, মুণ্ডু করে—ওরে বাবা রে, কি কল্লু'ম রে! না না, সেটা যে একটা ফলের নাম—ফাঁক্ ফাঁক্, ঢেঁড়স ফাঁক্, সর্ষে ফাঁক্, তিল ফাঁক্—মসনে ফাঁক্—আল্লার দোহাই ফাঁক্। ফাঁক্ ফাঁক। (উন্মত্ত ভাবে পরিভ্রমণ) গম ফাঁক্, অড়র ফাঁক্, মটর ফাঁক্, ভুট্টা ফাঁক্। ওরে বাবা রে! জাম ফাঁক্, আম ফাঁক্, লিচু ফাঁক্, কাঁটাল ফাঁক্। ওরে বাবা রে—কি কল্লু'ম রে! ওরে কিসে দোর খোলে, কেউ ব'লে দে না রে! মানুষ খেতে না পেলে কি করলে দোর খোলে, বলে দে না রে, সব দেব—গোলাম হব, ব'লে দে না রে! ও আলি—ওরে আলি, ওরে প্রাণের ভাই আলি! ভাই তোরে আমি সব দেব, আমি তোর হ'ব, তুই খেতে দিস্ খাব, না খেতে দিস্ শুকিয়ে মরবো। তুই শুধু সঙ্কেত

জানিস। দে ভাই, মেহেরবাণী ক'রে দোর খুলে দে। আঙ্গুর ফাঁক্, পেস্তা ফাঁক্, মনক্কা ফাঁক্, বেদানা ফাঁক্, কিস্‌মিস ফাঁক্, দোর খোল, দোহাই আল্লা, দোর খোল।

নেপথ্যে। চিচিঙ ফাঁক।

কাসিম। কে ও আলি এলি ?

দস্যুগণের প্রবেশ

ওরে বাবা রে! তোমরা কে ?

প্রথম দস্যু। চিনতে পারছ না ? তোমার বাবা।

কাসিমকে লইয়া বহির্গমন

চতুর্থ দৃশ্য

কাসিমের বহির্ব্বাটী

সাকিনা ও মর্জিনা

সাকিনার গীত

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।
চোক ছল-ছল, পা টল-মল, রগ কেন টন-টন॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্ত্তেছে খাঁ খাঁ ;—
(আমার) হাড় মড় মড়, বুক ধড় ধড়—
প্রাণ কেন ঝন্-ঝন্॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি
কি ছাই অলক্ষণ।

সাকিনা। আর যে আমি দাঁড়াতে পারছিনা, মর্জিনা, আমার মাথা যে টলে টলে পড়ছে মর্জিনা !

মৃত্তিকায় শয়ন

মর্। ও কি বিবি সাহেব। কর কি বিবি সাহেব! ঘরে চল— বার বাড়ীতে থাকে না। কে এখনি এসে পড়বে, জানাজানি হবে, বিপদ ঘটবে! ভয় কি? মনিব এখান ফিরে আসবে।

সাকিনা। আর কখন্ আসবে, মর্জিনা—আর কখন্ আসবে, মর্জিনা? দুপুর গেল, সন্ধ্যে গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন্ আসবে মর্জিনা! আলি বল্লে—তার ভাই বুদ্ধিমান্, তাই দিনের বেলায় এল না—বিশ্বাস কল্লুম। এখন আর কি ক'রে বিশ্বাস করি মর্জিনা—ওরে মর্জিনা রে, আমার বুক যে কেমন করে রে! ওমা! তোর গলাটা দে মা! আমি একবার কাঁদি মা।—

মর্। অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিষ—তাই আসতে রাত্রি হচ্ছে।

সাকিনা। (মর্জিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি কর্লুম, মর্জিনা, কেন পরের ধন দেখে হিংসে কর্লুম মর্জিনা!—তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসতেন, মর্জিনা! উঃ!—কি করি—কোথায় যাই!

চারিদিকে ভ্রমণ ও মর্জিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ গমন—

মর্। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ! জল জল! ওরে বাবা, কি করলুম—কি করলুম—কেন যেতে দিলুম! কেন বল্লুম না—তুমিই আমার টাকা। জল জল।

মর্। আবদালা! সরবৎ লে আও।

আবদালার সরবৎ লইয়া প্রবেশ

আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আয়—সাহেব বাড়ী আছে কি না। থাকলে শীগ্‌গীর ডেকে আন্।

আবদালার প্রস্থান

সাকিনা। মর্জিনা, আমাকে ফেলে যাস্ নি—আমার কাছে থাক্। আর আমার বাঁদী নোস্ ব'লে কি আমার কাছে থাক্‌বি নি মা? মা, তোকে কত কষ্টই দিয়েছি।

মর্। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ!

সাকিনা। আমার কাছে থাক্ মা, আর একটুখানি থাক্।

মর্। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও যাস্ নি মা।

মর্। আমার তেমন মনিব নয়। তোমার কাছে থাক্‌লে কিছু বলবে না।

সাকিনা। আমি তোর এমন মনিবের বিষ ক'রে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি মা! উঃ, কি হ'ল মর্জিনা—আমার কি হ'ল মর্জিনা, (পরিবেষ্টন) আমি যে বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে—আমার নসিবে এই ছিল? আমি যে এখনও বড় ছেলেমানুষ—আমি যে আজও একলা থাক্‌তে শিখিনি রে মর্জিনা!

আলিবাবার প্রবেশ

ওগো আলি ভাই গো! ওগো ভাই আলি গো!

আলি। থামো—থামো, কর কি—কর কি?

সাকিনা। আমি যে থামতে পারি না গো (আলিকে জড়াইয়া) ওগো আমার প্রাণের আলি ভাই গো!

সাকিনা, আলিবাবা ও মর্জিনার গীত

সাকিনা। আরে মেরা ভেইয়া
গাঁত্তি লেকর্ ছাত্তি ফাড়ে জালিম মেরা সেঁইয়া॥
আলি। আবি চুপচাপ রও থোড়ি, মেরা গর্দ্দানা দেও ছোড়ি।
মর্। বিবি মাৎ ঘাবরাও খুব জলদি লেওটবে তেরা জোড়ি।

সাকিনা। যব ভব উয়ো নেহি ঘুমেগা হাম না ছোড়ি বেঁইয়া।
এসি টানে গা, এসি বলে গা, হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো ॥

আলি। হাঁ হাঁ, থামো—থামো, কর কি—কর কি!

মর্। থামো, বিবি সাহেব, থামো।

সাকিনা। ওগো! আমার প্রাণের কাসিম এখনও এলো না যে গো!

আলি। আমি এখনি যাচ্ছি। মর্জিনা, বাড়ীতে যা ত মা, গাধা তিনটে আন্‌ত।

সাকিনা। মর্জিনা থাক্।

আলি। তবে আবদালা যা ত।

সাকিনা। আবদালা থাক্।

আলি। তবে আমিই যাচ্ছি। দেখো, গোল ক'র না; সর্ব্বনাশ হবে—বিপদ ঘটবে।

সাকিনা। আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে?

আলি। তোমার লোকজন, টাকা কড়ি, খসম, সব হবে—কেঁদনা। আমার ভাই বোকা নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় রাণী করবে।

সাকিনা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাও গো, আর যদি না তারে পাও গো।

আলি। পাব পাব—ঠিক পাব। চেঁচিও না, গোল ক'র না।

প্রস্থান

সাকিনা। মর্জিনা, আমায় একটু বাতাস কর্। (মর্জিনার তথাকরণ) না, না, আমায় একটু সিরাজি এনে দে।

মর্। তা আন্‌চি—ব'স।

প্রস্থান

সাকিনার গীত

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসান ভাসিতেছি আঁখিনীরে॥
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে॥
কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয় 'পরে,
মুছাবে মরম ব্যথা আদর ক'রে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে রে মতি হীরে।

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গণ

মরজিনা

মর্। কাসিম ত খাটী খাটী মরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন সে এলো না তখন সে নির্ঘাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে! একবার ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাওএর বিবিরে যা করে, তাই করবে! প্রথম প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি' ভাববে, তার পর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত বুলুবে। বিষয় মেয়েমানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে। আজ অমুক খাজনা আদায় হ'ল না, কাল অমুকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না, পরশু তবিল তছরুপাত, তার পরদিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না হ'লে ত চলবেই না। দিন কতক বিবিসাহেব খেঁকি হবে, বাঁদী-বান্দার প্রাণ যাবে—আড়ালে ডেকে ডেকে হায়রাণ হবে, সুমুখে

এলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—'এটা দে, ওটা দে' ক'রে তম্বি করবে, আর এনে দিলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার পর আলো সইবে না, আঁধার সইবে না, ভাত সইবে না। আর কাণ ভোঁ ভোঁ, মাথা কট্‌কট্‌, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা—এ গুলো ত ফাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে আসতেই হবে—কাজী এলেন ত মোল্লা এলেন, মোল্লা এলেন ত তার সঙ্গে কল্মাও এলেন; এই রকম আসতে আসতে খেমটা এলেন, বাই এলেন, ঝুড়ি ঝুড়ি খাসি এলেন, থলে থলে ডিম এলেন, বজরা বজরা বাদাম-পেস্তার দল এলেন, জালা জালা সরবৎ এলেন, পিপে পিপে সিরাজি এলেন, সকল আপদ ঢুকে গেলেন—দারওয়ান মশাই চাকর ছিলেন, মনিব হলেন। কাসিম যাবে বলেই কি সাকিনা বিবির সংসার যাবে? কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় খরিদ করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁদী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর—বড় যত্ন। আর হুসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে সুখী করবার তার কত চেষ্টা! এমন মিষ্ট সুন্দর প্রাণময় হুসেন—

গীত

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে॥
সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আমীর হবে। কাসিম ফেরে আচ্ছা—না ফেরে, একটা উপায় চাই। চেষ্টা ক'রে দেখি—তার পর খোদার মর্জ্জি।

আবদালার প্রবেশ

আব। মর্জিনা?

মর্। কেন মর্জিনাকে?

আব। তুই ভাবছিস কি?

মর্। এঁচে বল্ দেখি!

আব। বলবো, তুই ভাবছিস "আবদালার মত যদি একটা পুরুষ পাই ত তাকে সাদি করি।"

মর্। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিস বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, আবদালা যখন ম'রে যাবে, তখন গোর দেবে কে?

আব। কেন, তুই পারবিনি?

মর্। আমার হাতে বড় ব্যথা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার পেকেছে বল্। না হ'লে কেউ হাতটা পাকিয়ে ধরেছে?

মর্। কেন ধরবে না? চিরকাল বাঁদী থাকব? সাদি হবে না? নে বাজে কথা রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন?

আব। একটা দুঃখের কথা বলবো ব'লে।

মর্। কি?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কে মরেছে।

মর্। চোপ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্। চোপ পাজী।

আব। কেউটে সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠলি যে? ওই খানেই আঁতের ঘা নাকি? তা যাই হ'ক বাবা! সে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। ফতিমা বিবি 'হাসেন রে হোসেন রে', ব'লে যেমন ডাক

ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি আলি সাহেব তার মুখে থাবা দিতে লেগেছে।

মর্। চোপ রও—ঝুটবাৎ, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম, তোমার ও তম্বি শুনবো কেন, ধন?

মর্। বলিস কি আবদালা!

উপবেশন

আব। ব'সে পড়লি যে মর্জিনা?

মর্। হাত থেকে একটা জিনিষ পড়ে গেছে।

আব। তবে বসে বসেই শোন।

মর্। আর আমি শুনবো না।

আব। সে কি? এখনও মজার কথা প'ড়ে রইল—শুনবো না বল্লে ছাড়ছে কে বিবিজান? আলি সাহেব ত মুখে থাবা দিতে লাগল, আর ফতিমা বিবি হাতের ফাঁকের ভেতর দে যতক্ষণ পারলে কঁাক্ কঁাক্ করতে লাগল। তিন বোঝা কাঠ শুদ্ধ তিনটে গাধা! আলিসাহেব সেগুলো সামলাবে, না ফতিমাকে সামলাবে। না, 'হুসেন হুসেন', ক'রে চেঁচাবে!

মর্। আবদালা—আবদালা, তুই স'রে যা।

আব। এই যে কথাটা শেষ ক'রে যাচ্ছি। তার পর ত হুসেন এলো—

মর্। কি বল্লি। (দাঁড়াইয়া)

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে। হুসেন এলো ব'লে এলো—একেবারে মর্জিনা বিবির রগ ঘেঁসে এলো!

মর্। তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটা কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ করছে, তোর বুক ধড়্ ধড়্ করছে।

মর্। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কাণ দে ঢুকিয়ে দিয়েছিস—গলায় আটকে গিছল। আবদালা, কা'ল তোকে আমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তার পর হুসেন ত এলো—

মর্। আবদালা, কা'ল আমি তোর সব কাজ ক'রে দেব।

আব। তার পর হুসেন ত এলো—

মর্। তার এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি।

আব। তার পর হুসেন ত এলো—

মর্। আরে থাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তার পর হুসেন ত ম'ল—

মর্। (আবদাল্লার কর্ণ ধরিয়া) আবার।

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মর্। বলিস্ কি ?

আব। একেবারে চার কালি—

মর্। বলিস্ কি ? চলে যা, চলে যা—সাকিনা বিবি আসছে।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মর্জিনা !

মর্। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল ? কাসিম কি আর ফিরবে না ? তুই বুঝছিস কি ?

মর্। এখনও ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আলি সাহেব না ফিরলে বোঝাবুঝি মিছে। বিবি সাহেব, ঢের রাত হয়েছে। একটু ঘুমোওগে আমি একবার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না মা—ঘুম হবে না মা—ঘুমুতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মর্। কি দেখেছ বিবি সাহেব ?

সাকিনা। দেখছি, আবার যেন আমার সাদি হচ্ছে—লোকজন হৈ হৈ রৈ রৈ কচ্চে—আবদালা নাচছে ; তুই গাচ্ছিস—আর কাসিম আমার একটি কোণে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—আর কল্মা পড়ছি।

মর্। তা হ'লে বিবি সাহেব, আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমুতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ওই রকম একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন ?

মর্। প্রায়! আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন মেয়ের গলা ধ'রে কাঁদচ, আর কাসিম সাহেব একটা বটগাছের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি ?

মর্। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব।

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বুঝি কি হ'ল রে।

মর্। আস্তে আস্তে!—পাড়ার লোক জানতে পারলে সর্ব্বনাশ ঘটাবে। বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাদশার কাণে উঠলে ধনে প্রাণে যাবে।

সাকিনা। কি করি, কিছু বুঝতে পারছিনা মা!

মর্। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর নয়। আলি সাহেব আসুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চুপ ক'রে থাকতে বলে চুপ করবে, আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না না, তুই থাক মা, আমি যে কখন একলা থাকি নি—একলা থাকতে জানি নি যে রে মর্জিনা!

মর্। আবদালাকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। সে থাকা না থাকা দুই সমান। তুই থাক মা তুই থাক।

মর্। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা, আমার স্বপনের খসমকে তুই চিন্‌তে পেরেছিস ?

মর্। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল্ দেখি ?

মর্। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না।

মর্। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। দূর পোড়ারমুখী।

মর্। হ্যাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি ? সর্ব্বস্ব দিয়ে ত তোকে কিনেছে।

মর্। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

সাকিনা। সবই আছে, দু'চার থলে ফাউ দিয়েছে—না ?

মর্। আমি বলতে পার্‌বো না, বিবি সাহেব, আমি এখন তাঁর বাদী

সাকিনা। ওরে আমারও কাসিম পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে।

মর্। চুপ চুপ।

সাকিনা। ফতিমা খুব হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্চে ?

মর্। আর কি করবে ?

সাকিনা। ও রে সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে ঘেন্নায় তার সঙ্গে কথা কইতুম নি রে !

মর্। চুপ চুপ, কে দোর ঠেলছে—ঘরে যাও, ঘরে যাও।

সাকিনা। আমি চল্লুম, দেখিস মা—দেখিস মা।

সাকিনার প্রস্থান

মর্। ও রে বেটী, তোর ভেতর ভেতর এত ! কাসিম মরেছে কি না, এ খবর এখনও পাসনি—এখনি এমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ।

যাই হ'ক, এতে আমার মনিবের ভাল, তা নইলে বেটী তোমাকে পয়জার পেটা করতুম—তা তুই যেই হ'। বেটী বেইমানী! যাই, আমার মনিব কি এনেছে, একবার দেখে আসি।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদোদ্যান

ঝাড়ু হস্তে বাঁদিগণের প্রবেশ

বাঁদীগণের গীত

এমন ক'রে হতাদরে রেখেছে বাগান।
থাকলে মালী শোন্ লো বলি, হতো যে তার টান॥
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে।
মাঝে পড়ে বসরা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ

প্রস্থান

আলিবাবা, সাকিনা ও মর্জ্জিনার প্রবেশ

সাকিনা। আমি আর কি করি আলি সাহেব, আমার হাত পা আসছে না।

মর্। দেখ, তাড়াতাড়িতে একটা গোল ক'রে বোস না। আমি বলি চার ফালি মুর্দ্দা কোন রকমে সেলাই ক'রে লোককে জানাও, কাসিম সাহেবের বেরাম হয়েছে; তারপর, লোক দেখান হাকিম ডাকিয়ে, দাওয়ায় আনিয়ে, লোক জানিয়ে গোর দাও।

আলি। বেশ কথা। তবে যাও মা মর্জ্জিনা, বাজারের ওধারে

বাবা মুস্তাফা ব'লে একজন ওস্তাদ চামার আছে, তাকে এই রাত্রেই নিয়ে আয়, কিন্তু একটু চালাকি ক'রে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ ক'রে বসে। তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলবো কি ?

মর্। আচ্ছা।

আলি। সাকিনা বিবি চল, এখন আর পাগলের মতন [illegible] না ততক্ষণ ফতিমার কাছে দু'ঘণ্টা বসবে এস।

সাকিনা। উঃ!

আলিবাবা ও সাকিনার প্রস্থান

মর্। এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। উপায় একটা কর্‌তেই হবে, হুসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা বিবি যে ছেলে-পিত্যিশি তাকে রাজি কর্‌তে কতক্ষণ।

হুসেনের প্রবেশ

দেখ হুসেন সাহেব, তোমার বাপ-মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে ফেল।

হুসেন। ও কি কথা মর্‌জিনা!

মর্‌জিনার গীত

আমি ঢের সয়েছি আর ত সব না।
তোমার কুটিল, নয়ন ছলের বাঁধন যেচে পরব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত রব না॥

হুসেন। এ সব কি মর্‌জিনা ?

মর্। তোমার বাপকে ডেকে আমায় এখনি বেচে ফেল—তর সইছে না। এমন নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্য সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই!

হুসেন। নেই কে বলে মর্জিনা? আমার চোখের জলে দুনিয়া ভেসে গেল, কিন্তু মর্জিনার মন ভিজবে না।

মর্। দুনিয়ার পোড়া বরাৎ। তুমি কার জন্যে কেঁদেছ? নিজের জন্যে যে শিয়াল কুকুরেও কাঁদে। আরে ছ্যা—তা হ'লে ত এখনই বিক্রী হ'তে হল। চলে আয় খদ্দের! এক পয়সায় বাঁদী যায়। এক দো—খদ্দের চলে আয়।

হুসেন। তা হ'লে কি করতে হবে, বল।

মর্। ওই ফুলগাছের পাশটিতে বসে কাঁদগে, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

হুসেন। বেশ—চল্লুম।

হুসেনের প্রস্থান

মর্। ফতিমা বেটী আসচে।

ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা। পয়জার মারবো, ঝাঁটা পিটবো—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আবার নিকে? কই মর্জিনা, কোথায় আলি?

মর্। তারা মানুষ দেখছে আর সরে সরে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দে না।

মর্। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে। ওই দেখ হুসেন সাহেবও কাঁদছে।

ফতিমা। হুসেন কাঁদছে?

মর্। কেবল কাঁদছে? কান্না থামাতে পারছি না। 'চাচি রে চাচি রে' ক'রে গলা ভাঙিয়ে ফেল্লে।

ফতিমা। ও মর্জিনা—কি করি মর্জিনা—তা হ'লে যে নিকে হ'ল। আমার যে কান্না পাচ্ছে, মর্জিনা!

সাকিনার প্রবেশ

সাকি। কে ও, দিদি এলি? দিদি রে!

ফতিমা। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া) রে-এ-এ-এ!

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। চাচি রে—চাচা রে!

মর্। রে-এ-এ-এ।

ফতিমা। কেঁদো না বোন, আমি উপায় করছি। কাঁদিসনে মর্জিনা, কাঁদিসনে হুসেন—আয় আমার সঙ্গে।

সকলের প্রস্থান

জলের চুঙ্গী লইয়া বাঁদীগণের প্রবেশ

বাঁদীগণের গীত

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পাণি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥
সোহাগে লুটছে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু,
চলে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়॥
(ওলো দেখবি যদি আয়)
সাগের লহর উজান বয়ে যায়।

বিবাহ-বেশে আলিবাবা ও তৎসহ আবদালা, বাঁদীগণ, সাকিনা, মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ

গীত

আলি। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহেকো গোল মাচাও।
বাঁদিগণ ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।

সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্,

মর্। বিবি সাচ বোলা থানুম,

ফতিমা। সে কি? কিছু হবে না ধূম্?

বাজা বাজবে না ঢুম্ ঢুম্?

আলি। মেরা ঘরমে ভরা মুদ্দা-ব্রাদার কেয়াবাৎ বাতাও।

বুরা কেয়াবাৎ বাতাও।

বাঁদি ও আব। চুপ চুপ চুপ, আস্তে কাম বাজাও।

ছিপায়কে-সব সাফ করলেও কাহেকো গোল মাচাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুস্তাফার দোকান

মুস্তাফা ও মুচি-মুচিনীগণের গীত

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ।
ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় দে মাদলে ঘা॥

স্ত্রীলোকগণ। পর মুলকে গইল মরদ ঘরকে আইল না।
পরদা কিয়ে ভরদা ফাঁকে বিবি বাড়াইল পাঁ॥

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকগণ। কসম খায়কে কব্‌লো খসমযেমগোর পণা।
জলদি জরু দরজি নিকা কইলো পরোয়াঁ॥

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

প্রস্থান

মুস্তাফা। খোদা একটা টাকা পাইয়ে দে বাবা। আট আনার সরাব, দু' আনার জলপাই, চার পয়সার এণ্ডা, চার পয়সার চেনাচুর, আর চার আনার খিচুড়ি কিনে খাই।

মর্জিনার প্রবেশ

মর্। বাবা মুস্তাফা!

মাতালের ভান করণ

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব!

মর্। তোমার দোকানে একটু বসবো।

মুস্তাফা। সে কি বিবি সাহেব! আমার এ জুতোর দোকান। সে কি বিবি সাহেব!

মর্। আর কি বিবি সাহেব! আমি এই ব'সে পড়লুম। বাবা মুস্তাফা।

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব!

মর্। তোমার দোকানে একটু গড়াগড়ি খাব।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ কর কি, কর কি—বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে খদ্দের আসবে না। বউনির সময় গড়াগড়ি খেও না, দোহাই বিবি সাহেব।

মর্। তা হ'লে কি করি বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব?

মর্। আমার গা'র জ্বালা হয়েছে।

মুস্তাফা। রাত্রে খুব বেশী সিরাজি খেয়েছ বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার মরেছে বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার কারও সঙ্গে আসনাই করেছে বুঝি?

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি কি পীর? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুস্তাফা। কেমন, ঠিক ধরেছি না?

মর্। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধ'রে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখনি সকাল হয়ে যাবে—লোক জানাজানি হবে—আমার পসার মাটি হবে—কর কি? কোথা থেকে আমায় মজাতে এলে বিবি সাহেব!

মর্। তা হ'লে উপায় কর, দাওয়াই দাও।

মুস্তাফা। বুঝে বুঝে ঠিক জায়গায় এসেছ বিবি সাহেব। ও রোগের দাওয়াই এইখানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

মর্। কেন বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। আরে বেটী, তোর গাটি তুলতুলে, মুখখানি চুলচুলে, চোখ দুটি ছলছলে—কি ক'রে তোকে সে দাওয়াই খাওয়াই?

মর্। কি দাওয়াই, বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। এই পটাপট্ পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পারলেই গায়ের জালা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি প্যাগম্বর। এই টাকা নাও—পয়জার মার; তুমি ছেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার?

মুদ্রাদানের উদ্যোগ

মুস্তাফা। বাবা—এ কি! মাফ্ কর বিবি সাহেব! অতটা পারি না বিবি সাহেব! তবে কাটা শরীর বেমালুম জুড়তে পারি।

মর্। পার?

মুস্তাফা। একবার দিয়েই দেখ না।

মর্। তা হ'লে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস।

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান

মুস্তাফা। (স্বগত) এ কি! একটা মোহর বায়না! এ বেটী তো সামান্য লোক নয়!

মর্। ভাবছ কি? ওঠ।

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান

মুস্তাফা। অ্যাঁ অ্যাঁ—বেগম সাহেব, সাহাজাদি—গরীব!

মর্। কিন্তু পথে তোমার চোখে রুমাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুস্তাফা। মারা যাব সাহাজাদি! আমি গরীব, আমার খেতে পরতে অনেকগুলি।

মর্। ভয় কি? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আদর করবো। আমার মুখখানা দেখলে কি খুনে ব'লে বোধ হয়? বাবা মুস্তাফা! বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তা কি হয়—তা কি হয়!

মর্। আমার চোখে কি দুষ্টুমি মাখান থাকতে পারে?

মুস্তাফা। তা কি পারে!

মর্। (মুস্তাফার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। আরে আল্লা, (ঘাড় নাড়িয়া) তা হ'লে কি সত্যি সত্যি যন্ত্র নিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত পা কেটে গেছে?

মর্। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান নিকাল গেছে। বাবা মুস্তাফা, যন্ত্র নাও, বাবা মুস্তাফা, যেখানে যা আছে, সব নাও।

মুস্তাফা। নিয়ে রাখি, পথে আসতে খদ্দেরও জুটে যেতে পারে। (স্বগত) আজকে আমার জোর কপাল! এ ত দেখছি কোন ওমরাওর ঘরের মেয়ে—রাত্রে বেরিয়েছিল; যে বেটা বার করেছিল, সে বেটা ভেগেছে, এখন একা ফিরতে পারছে না, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। যাক্ কার বাড়ী জানবার দরকার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওয়া গেল! (যন্ত্রের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবি সাহেব, চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধলেও চোলতো, আমি আপনার গোলামের গোলাম, বলতুম কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমার মস্ত মান।

মুস্তাফা। তা বুঝেছি বিবি সাহেব, তবে বাঁধ বাঁধ, ক্ষতি নেই।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি বড় আচ্ছা আদমি, আমার নিকে হ'তে সাধ হয়। (চক্ষু বন্ধন)

মুস্তাফা। এ আল্লা—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব, আমায় আসমানে তুলছো!

মর্। বাবা মুস্তাফা, আসমানে তুলছি, আসমানেই রাখব, ফেলব না—বাবা এখন চল—বাবা একটা গান শুন্‌বে?

মুস্তাফা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প'ড়ে মরবো যে বিবি সাহেব। বিষম খাব যে বিবি সাহেব।

মর্জিনার গীত

হামে ছোড়ি দে রে সৈঁইয়া ছোড়ি দে রে—
ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরা বরিসে গীত নাহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিঞা) ঝকমারি॥
তোরি লিয়ে রোয়ে, রোয়ে, আঁখিয়া লালি হ'য়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে—
বেইমানকো এইসা হ্যায় দাগাদারি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহা-সম্মুখ

দস্যুগণ

সর্দ্দার। দেখ, রাগের মাথায় তখন এক কাজ করা গেছে, মুর্দ্দোটাকে চার ফালি ক'রে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, কাজ ভাল হয়নি। তখন কারও জ্ঞান হ'ল না—মানুষটা চিরকাল টাটকা থাকবে না—পচ্‌লে কেল্লায় টেঁকা ভার হবে।

১ম দস্যু। আমি সে সময় মনে করেছিলুম।

২য় দস্যু। আমিও বলবো মনে করেছিলুম।

৩য় দস্যু। আমি বলতে বলতে ভুলে গেছলুম।

সর্দ্দার। থাক্, যা হবার তা হয়েছে, এখন এক কাজ কর, তুমি মুর্দ্দোটাকে বাইরে ফেলে দাও, তুমি গুগ্‌গুল জালিয়ে ঘরের চারিদিকে ধুনো দাও, আর তুমি পেয়ালা আর সিরাজির বোতল নিয়ে এস। এবারকার তাগটা ফসকে গেল, তিন দিনের ভেতরে একটাও খোরাক জুটলো না! মিছে মেহনত, গা মাটি মাটি, মন খারাপ, শীগ্‌গির যাও সিরাজি লে আও।

১ম দস্যু। যো হুকুম (গুহাদ্বারে করাঘাত) **চিচিঙ ফাঁক।**

গুহার ভিতর দস্যুত্রয়ের প্রস্থান

বেগে প্রথম দস্যুর প্রবেশ

১ম দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার।

সর্দ্দার। কি! কি! ব্যাপার কি?

১ম দস্যু। লাস নেই—

দ্বিতীয় দস্যুর প্রবেশ

সর্দ্দার। সে কি! অ্যাঁ অ্যাঁ, তোমার কি?

২য় দস্যু। বোতল ফটাফট্।

সর্দ্দার। সে কি, সে কি!

সকলে। সে কি, সে কি? এ ক্যা বাৎ।

তৃতীয় দস্যুর প্রবেশ

৩য় দস্যু। সর্দ্দার—সর্দ্দার।

মাথায় হাত দিয়া উপবেশন

সকলে। আবার কি! আবার কি রে?

৩য় দস্যু। বাটপাড়—জবর বাটপাড়—গুদাম সাবাড়!

সর্দ্দার। সাবাড়—মাল তছরুপাত! এ ক্যা বাৎ, আও হামারা সাথ, মৎ রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিকদারি? বামাল লেকে আসামী ফেরার—এত হুঁসিয়ার, তবু গুণাগার?

দস্যুগণের গীত

সর্দ্দার। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।
তেরা জান লিয়া, মেরা জান্ লিয়া॥

সকলে। শালা পাক্কা হুঁসিয়ার চোর

সর্দ্দার। শালা সাচ্চা হারাম্‌খোর

সকলে। শালা কাম্ কিয়া বরবাদ্।

সর্দ্দার। বড়া বাটপাড় হারাম্‌জাদ্
মেরা জান্ লিয়া, তেরা জান্ লিয়া;
ভালা ঠক্ ঠকেকো ঠকা দিয়া।

সকলে। শালা কেয়া কিয়া, মিঞা কেয়া কিয়া;
তেরা জান্ লিয়া, মেরা জান্ লিয়া॥

সর্দ্দার। চোর গ্রেপ্তার করতেই হবে, না করলে আমাদের নিস্তার নেই। আজই, যেই হ'ক, তোমাদের মধ্যে একজন যাও, আর তোমরা যদি না যাও, তা হ'লে আমি যাই।

সকলে। আমরা যাব—আমরা যাব।

সর্দ্দার। চুপ কর, গোলমাল ক'র না, শোন। এ যেমন তেমন যাওয়া নয় একেবারে ধরা, আর মারা। সে নিজে না জানতে পারে, বাদসার কাণে না উঠে—এমনি ক'রে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক একজন যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা আমি যাব—

অগ্রগমন

অন্য দস্যুগণের ভিতরে প্রস্থান

সর্দ্দার। শুধু যাওয়া নয়, সবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হলফ কর—না ধরতে পারলে গর্দ্দানা যাবে। বুঝে হলফ ক'রে যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা।

(গীত) শালা লুঠ লিয়া ইত্যাদি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কাসিমের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ

ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

ফকিরগণ। সাচ্চা সল্লা লেও দিনদার, সাচ্চা সল্লা লেও দিনদার।
জান্ কি রোশনি বুত যাতে হেঁ আতে আঁধিয়ার॥

১ম ফকির। দৌলত দুনিয়া জরু ছাওয়াল, সব কই লেকে হাল,

ফকিরগণ। সাচ্চা সল্লা লেও দিন্দার ইত্যাদি।

১ম ফকির। খোদাকো নাম লেও জিন্দগি ভোর জউহর কর বাটোর ;
শয়তান্ ঘুম রহে হর্দম্ সাথমে রহো হুঁসিয়ার॥

ফকিরগণ। সাচ্চা সল্লা লেও দিন্দার ইত্যাদি।

প্রস্থান

দস্যু ও চক্ষুবদ্ধ মুস্তাফার প্রবেশ

দস্যু। ঠিক যাচ্ছ তো বাবা মুস্তাফা ?

মুস্তাফা। ঠিক যাচ্ছি।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি অমন হুঁসিয়ার আদ্‌মি, তোমায় একটা ছুক্‌রী এসে ঠকিয়ে গেল ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, চোখওয়ালা শালারাই আছা য়, যে কাণা,—সে ঠিক পা ফেলে ফেলে চলে যায়; যখন যৌবন ছি তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পারতো না। বুড়ো হয়েছি, চুল পে কেছে, দাঁত পড়েছে, নজর গেছে—এমন সময় মেয়ে মানুষের কুহকের ফাঁদে পড়বো, এটা কি আমারই বিশ্বাস ছিল?

দস্যু। তারিফ্ করলে মুস্তাফা।

মুস্তাফা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই? আমি নিজেই আপনাকে তারিফ করছি। বেটী এলো, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল।

দস্যু। দেখতে বুঝি খুবসুরৎ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, সে কথা আর তুলিস কেন? শেষকালে কি পথ ভুলে মরবো, খানায় পড়বো?

দস্যু। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা ফেলে চল।

মুস্তাফা। জুতোয় ঠকাঠক ঘা মারছি—আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি—এমন সময় নহবতের শানায়ের আওয়াজ যেন ক ঢুকলো, 'বাবা মুস্তাফা'—'বাবা মুস্তাফা'। একটু আফিম খাই,—মনে করলুম, মৌতাত বুঝি প্রাণের চারি ধারে পাক মারছে—স্ফূর্ত্তি ক'রে স্বর চড়িয়ে দিলুম। 'বাবা মুস্তাফা—আবার! মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই—ঝগ্ ঝগে রগ্ রগে পোষাক—পাণপানা মুখ, গোলাপী রঙ্গের ঠোঁট, তাতে পটলচেরা চোখ—তাতে বিতিকিচ্ছি ঠার—মজিদার হাসি—রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে সিরাজি মাখান কথা;—ভোর কিনা—বোধ হ'ল যেন আসমান থেকে চাঁদ উতরে এলো, মাথাটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরে গেল। 'বাবা মুস্তাফা'! উঃ, বেটী আমায় বড় ঠকিয়েছে। 'বাবা মুস্তাফা'! কি মিঠাবাৎ—'বাবা মুস্তাফা'! আরে বেটী—

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি টাল খাচ্ছ।

মুস্তাফা। টাল কি ঠিক খাচ্ছি বাবা, তা হ'লে একটু চাগাড় দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা, তোমায় দুশো তারিফ দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান ক'রে আমায় ত বার করেছ বাবা।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, প্রাণের জ্বালা বড় জ্বালা! তোমায় যদি খুঁজে না বের কর্‌তে পারতুম, তা হ'লে কি আমার গর্দ্দানা থাকত?

মুস্তাফা। এ কি রকম কথা বাবা! ভারি ধোকায় পড়লুম যে! চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটু থাকে নি? না বাবা, আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নি। এই চোখের কাপড় খুল্লুম।

দস্যু। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি! চল চল, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় ভাল ক'রে পোলাও খাওয়াব।

মুস্তাফা। না বাবা, তোমার পোলাওয়ে কাজ নেই, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুঙনিদানা খাওয়াব।

দস্যু। কথাটা কি জান, বাবা মুস্তাফা, আমার মনিব মস্ত এক জমিদার। যে দিন সিরাজি খেয়ে তোমার দোকানে সেই ছুঁড়ীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেইদিন তার ওপর আমার মনিবের নজর পড়ে। তারপর আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যেমন করে হ'ক সেই ছুঁড়ীটাকে সন্ধান করা। খোদার মেহেরবাণীতে, বাবা মুস্তাফা, অনেক তক্‌লিফ পেয়ে তোমার ঠিকানা ক'রে তোমার শরণ নিয়েছি! সব শুন্‌লে, এখন চল বাবা, চল।

মুস্তাফা। হ'তে পারে বাবা। সে খুবসুরৎ চেহারা দেখলে কত বেটা নবাব বাদশার মুণ্ড ঘুরে যায়, তোমার মনিব ত জমিদার! তবে কি জান, আমার আগাগোড়া ব্যাপারেই কিছু ধোকা লেগেছে। সে বেটী চোখ বেঁধে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তারপর তুমি

বাবা আবার সাতপুরুষের কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুঁড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে চলেছ! কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলক-ধাঁধাঁর ঘোর আছে!

দস্যু। কিছু না কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। খোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মাঝরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা।

দস্যু। আচ্ছা, একবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা, তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে ফেলে যেমন ক'রে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌঁছে দেব!—কিন্তু বাবা, চোখ খুল্লেই সব অন্ধকার! রোস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দ্দূর গমন) আঃ! শালা চলেছে না ত যেন টাটু ঘোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা থামো! এই পর্য্যন্ত—এইখানে এসে থেমেছি। দেখ দেখি, এখানে কোন বাড়ী আছে কি না?

দস্যু। সেলাম বাবা মুস্তাফা। বহুৎ বহুৎ সেলাম। তোমার ঠাওর বটে।

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দস্যু। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এ ত খাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে; তারপর বান্দার হাত ধ'রে বাড়ী ঢুকলুম।

দস্যু। (গৃহদ্বারে খড়ির চিহ্ন দিয়া) নাও সকাল হ'ল, পালাই চল।

উভয়ের প্রস্থান

মর্জিনার প্রবেশ

মর্। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাসিম সাহেবকে কেটেছে। তারা যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বলতে পারে? ফিরুক আর নাই ফিরুক, কিছু দিন ত আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে। এ কি!—এত ভোরে দোরে দাগ দিলে কে? হয় ত কোন দুষ্ট ছোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা—আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কাল ত এ দাগ দেখিনি—তবে ছোঁড়ারা দিলে কখন্? (কিয়দ্দূর অগ্রগমন) বা! বা! এ ত এতকাল দেখি নি। এতকাল এসেছি গিয়েছি, এ ত কখন নজরে পড়েনি। সব বাড়ী এক ধরণের—কিছু তফাৎ নেই? না, ফিরতে হ'ল, ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, হুঁসিয়ারিতে দোষ কি? এই যে একটা খড়িও পড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক দ্বারে চিহ্ন প্রদান) কি যেন কি যেন মনটা কর্চ্ছে—কারে কি বলবো, কোন্ দিক্ দেখবো, কি করতে এসেছি! মনিব মনিব—আমার মনিব—বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী? আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে, আমিই যে এখন সব! আলি সাহেব মর্জিনার বকুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মর্জিনা বল্‌তে অজ্ঞান, ফতিমা মর্জিনায় পাগল, আর হুসেন—মর্জিনায় মিশিয়ে গেছে।

গীত

এসে হেসে কাছে বোসে, সোহাগ-বাঁধনে বেঁধেছে সে।
মিশে-মিশাইয়ে নিয়েছে রে॥
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে আমারে মজায়েছে।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে।
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে-ময় করেছে রে।
প্রেমস্বপ্ন দেখা চলেছে রে॥

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার দরদালান

আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ এবং খাদ্যের পাত্রাদি হস্তে গমন

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল ক'রে তজ্‌বিজ্‌ কর ... সিস্‌ মিলবে।

বান্দা। বহুৎ আচ্ছা।

উভয়ের ...

মর্জিনার প্রবেশ

মর্‌। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি। লোক দেখলে সন্দেহ ক... হাসি শুনলে ভয় পাই, রাত্রে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই, ঘরে এ... কুটো দেখলে অস্ত্র ব'লে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আ... শিউরে উঠি—আমার হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়ে... আমার সোণার মনিব। সেই মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাক ...র কথা মনে পড়লেই আমার সর্ব্বশরীর থর্‌ থর্‌ ক'রে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের জন্যে ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হুসেনকে? হুসেন! না, সে হয় ত গোল ক'রে বস্‌বে।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। হুসেনকে ডাকছিলে মর্‌জিনা?

মর্‌। হ্যাঁ।

হুসেন। হুসেন মরেছে।

মর্‌। আহা কবে গো! হুসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল

গো! ন্যাকা ন্যাকা বোকার মতন—সোণার হুসেনের কি হয়েছিল গো? আমি যে হাসি—থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হুসেন। দেখ মর্জিনা, হুসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মর্। কবে?

হুসেন। যে দিন তাকে থানা থেকে মর্জিনা ছাড়িয়ে এনেছিল!

মর্। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হুসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আন্‌লি?

মর্। খুব করেছি!

হুসেন। তবে আবার আমায় গারদে রেখে আয়।

মর্। আমি আবার ছাড়িয়ে আনবো।

হুসেন। কি ব'লে মর্জিনা?

মর্। হুজুর ব'লে।

হুসেন। দূর, তাতে হয় না।

মর্। তবে মুখটি বুজে, পা টিপে টিপে, আস্তে আস্তে সিঁদ কেটে—

হুসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই গারদের ভিতর হুসেন আছে; সিঁদ লাগাও, লাগাও—হুসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মর্। না হুসেন—হুসেন ও গারদে নেই। (হৃদয়ে হস্ত দিয়া) হুসেন এখানে আছে—এই গারদে দিবানিশি তাকে পূরে রেখেছি। দিবানিশি শয়নে স্বপনে পাহারা দিচ্ছি।

অন্তরালে আবদালার প্রবেশ

মরজিনার গীত

আমার এই ছাতির অন্দরে।
বন্ধ কোরে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে॥
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,

ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের—
এই বন্ধ খুলে সোণার তরী বাঁধবে তাদের বন্দরে।

মর্। কিন্তু হুসেন—

হুসেন। কি বলছো মর্‌ছিনা?

মর্। (অবনতজানু হইয়া) হুসেন, কিন্তু হুসেন, আমি বাঁদী— তুমি আমার মনিব।

হুসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মর্। আমি তোমার চরণের ছায়াস্পর্শের যোগ্য নই।

হুসেন। আর রাণী, মর্‌জিনা রাণী! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে দেশের ধূলো মাথায় করবার যোগ্য নই। বাঁদী! তুমি বাঁদী।··· রোস, তোর তেজ ভাঙ্গছি, বাপকে ব'লে দিচ্ছি।

প্রস্থান

মর্। ও কি হুসেন, কর কি, কর কি? হুসেন—ও হুসেন। (পশ্চাৎ হইতে আবদালার আকর্ষণ) আরে মর্ তুই কে?

আব। আমি কে, বেগম সাহেব চিনতে পাচ্ছ না?

মর্। ও কি টানছিস্ কেন?

আবদালার কম্পনাভিনয়

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মহরম লেগেছে—ও হুসেন, ও হুসেন।

মর্। চোপ্—গাধা উল্লুক।

আব। ও হুসেন! ও হুসেন!

মর্। ওরে থাম্, তোর পায়ে পড়ি, তোর পায়ে পড়ি।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গোলাবাড়ী

সারি সারি তৈলকুম্ভ সুসজ্জিত—সর্দ্দার ও আলিবাবা

সর্দ্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথিসেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাণী ক'রে এই রাত্রির মতন আমার এই তেলের কুপোগুলি তজ্‌বিজ্‌ ক'রে রাখিয়ে দিলে, আমি পরম আপ্যায়িত হই। আপনি আমীর—আমাদের ব্যবসার জিনিসই সর্ব্বস্ব।

আলি। সাহেব এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান গে, আপনার জিনিষে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি বান্দাকে পাঠিয়ে দিই, তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।

প্রস্থান

সর্দ্দার। আলিবাবা! ডাকাতির ওপর ডাকাতি? তোমার ভবলীলা আজ এই রাত্রেই শেষ হবে। (কুপোর নিকটে গিয়া) হুঁসিয়ার ভাই! জানালা থেকে কুপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও, সময় হয়েছে।

জনৈক বান্দার প্রবেশ

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত!

সর্দ্দার। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

মুর্জিনার প্রবেশ

মর্। বলিহারি অভ্যেসকে! এত দেশের খাবার জিনিষ থাকতে এই দুপুর রাত্তিরে সহসা বিবির ঝাঁজওয়ালা তেল দিয়ে বেগুনপোড়া

খেতে ইচ্ছে হ'ল! দোকানপাট তো বন্ধ, লোক তো ফিরে এলো। দেখি, সওদাগরের কুপো থেকে যদি ছটাক খানেক টাট্‌কা তেল মেলে। (একটি কুপো নাড়া দেওন)

দস্যু। (কুপোর ভিতর হইতে) সর্দ্দার, সময় হয়েছে?

মর্‌। উঁহু। (সরিয়া আসিয়া স্বগত) এ কি! কুপোর ভেতর মানুষের গলা! সর্ব্বনাশ—ডাকাত—ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত।

প্রস্থান

সর্দ্দারের পুনঃ প্রবেশ

সর্দ্দার। এখনও ছুঁড়ীটে জেগে আছে। ওইটে শুলেই নিশ্চিন্ত। সকলে নিশুতি না হ'লে কিছু করা হবে না। প্রাণ আমার ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছে, বুক জ্বলে যাচ্চে—আলিবাবার রক্ত ভিন্ন এ জ্বালা নিব্‌বে না!

প্রস্থান

বৃহৎ তৈলকটাহ লইয়া মর্‌জিনা ও আবদালার প্রবেশ

আব। চুপ্‌! তুই সাবধানে কুপোর গায়ে ফুঁদেলটা টিপে ধর্‌, আমি এই বদ্‌না ক'রে গরম তেল ঢেলে দিই। (তথাকরণ)

দস্যুগণ। (কুপোর ভিতর হইতে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি)

বাঁদীগণের প্রবেশ

বাঁদী। কিরে—কিরে, কি হয়েছে রে!

গীত

সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হ'য়েছে রে?
মর্‌। চুপ রও সব, চুপ রও সব, ডাকাত পড়েছে।
সকলে। ওরে একি কথা কোস্‌, ওরে একি কথা কোস্‌?
মর্‌। নেহি আপশোষ, দুষমন জান দেছে রে॥
সকলে। সাচ এহি বাৎ, সাচ এহি বাৎ, ডাকাত পড়েছে
মর্‌। ঝুটা বাৎ নেহি কুপোয় অক্কা পেয়েছে।

সকলে। কুপোর ভিতর কুপোকাৎ, তেরা বহুৎ কেরামৎ,

মর্। আলবৎ—আলবৎ—বহুৎ মজা হয়েছে॥

বাঁদীগণের প্রস্থান

আলিবাবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ

আলি। মর্জিনা! কি করেছিস্ মা?

সাকিনা। কি করেছিস্ মা?

ফতিমা। কি করেছিস্ মা?

মর্। আমি ত নয় হুজুর, খোদা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার শব্দে কেঁপে উঠি।—আমার সাধ্য কি, বিনা অস্ত্রে অতগুলো দস্যুর প্রাণ সংহার করি?

আলি। তুই কোন্ পরীর রাজ্য থেকে এসেছিস্ মা?

মর্। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্যে সওদাগরের জিনিষ চুরি কর্‌তে পাঠিয়েছেন। আলি সাহেব, এর পূর্ব্বে যে আমি চুরি কারে বলে, জানতেম না!

আলি। মর্জিনা! যেদিন থেকে তোমাকে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তোমাকে মেয়ের মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক দিন এক লহমার জন্যও মনে আসেনি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মর্জিনা! হুসেনের কাছে শুনলেম, তুমি বাঁদী ব'লে দুঃখ করেছ।

মর্। হুসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখন বলিনি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলেম। আজ হ'তে আমিও যে, তুমিও সে।

মর্। কখনই নয়। আমি বাঁদী, যা নিয়ে জন্মেছি; যা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, সে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে গেছে, টানলে মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে—ম'রে যাব।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন সাহেব!

হুসেন। কি?

মর্। আমায় বাঁদী ব'লে ডাক ত।

সাকিনা। না হুসেন।

ফতিমা। না হুসেন।

হুসেন। ওগো হুসেন সব বোঝে গো—হুসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হুসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দুচক্ষু যায়; চ'লে যাই।

হুসেন। যা, দূর হয়ে যা। চক্ষুশূল! তোরে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

মর্। বটে! রোস তবে আমার কেরামৎটা দেখাচ্ছি। আবদালা।

আবদালার প্রবেশ

আব। বেগম সাহেব! মর্জিনা খানুম, হুজুর—জনাব!

মর্। চোপ্ বান্দা, বাঁদী বল্।

আব। ওগো, আমি অত কথা কইতে পারিনে যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার সম্পদ্ বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরসৎ।

আব। বেশ, তা হ'লে আজ আমি খোসমেজাজে মার খেতে পারি। (অন্যদিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। এ সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

গীত

আব। আব খাড়া হ্যায় হুজুর, আব খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া জায়গীর করিয়ে চুর॥
মর্। তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,
আব। মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,
বন্দীসে আব বেগম বনেগা জামিন মেরা শির।
তেরা দখল লেও জায়গীর।
মর্। এয়সা দখল নেই লেগা হাম—দূর কামিনা দূর।
টিকটিকে পর চড়াকে কোড়া পিটেগা ভরপুর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

নিদ্রিত আলিবাবা ও বাঁদীগণ

বাঁদীগণের গীত

বাঁদী। সুরে হুয়া ছোড়ো পালাঙ সাহাব।
আশমান্‌সে নিকলা হ্যায় সুরুথ আফ্‌তাব॥
গুল্‌কি খোসবু মিটি হাওয়া, সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,
বুলবুল বোলাতে মিঞা পিও সরাব,
উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব;
পিও সরাব!—মিঞা সমঝো সরাব।

বাঁদীগণের প্রস্থান

আলি। তাই ত, বেলা হ'য়ে গেছে দেখছি যে! পয়সা পেয়ে অবধি আর ভোর দেখা যে বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি! কাল

আমি যেমন ক'রে পারি ভোরে উঠবো, বাঁদীরে ওঠাতে এসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে। হুসেন মর্জিনার সাদী দিয়ে দিতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত দিনরাতই ঘুম মারবো।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। বাবা, একজন দরবেশ যেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে, মর্জিনার গলার কথা আমার কাছে শুনে, তার গান শুনতে চেয়েছে। বাবা, আমি তাকে আজ আন্‌বো ?

আলি। বেশ ত, আন না। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস্ কি ? যা, আন্‌গে যা। তবে মর্জিনাকে ব'লে যা, সে খানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে।

হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসলখানায় চল্লুম, এলে আমায় খবর দিস।

অপরদিক দিয়া মর্জিনা ও আবদালার প্রবেশ

মর্। দেখিস ভাই! কাকেও বলিসনি।

আব। উঁহু—

মর্। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মর্। তামাসা করছিস নাকি ?

আব। বিলক্ষণ!

মর্। আগে থাকতে গোল করলে, বুঝেছিস ?

আব। খুব—

মর্। মর, কথা না ফুরুতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস ?

আব। তা হ'লে (মরজিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি ক'রে আমার কাণ ধ'রে ঘোড়দৌড়—

মর্। উ—হু—হু—হু—ছাই বুঝেছিস। তা হ'লে (আবদালার নাসিকা ধরিয়া) এমনি ক'রে নাকে বঁড়সী দিয়ে হড় হড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মর্। কাঁটাবন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পট পট ফুটছে—

মর্। আর এমনি ক'রে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ, পীলে চমকে উঠেছে—

মর্। বুঝেছিস্?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

মর্। তবে যা বল্লুম, তাই করিস।

আব। আচ্ছা।

মর্। সে কথন দরবেশ নয়, ডাকাত।

আব। নিশ্চয়।

মর্। তারে মেরে ফেলতেই হবে।

আব। একেবারে।

মর্। খবরদার।

আব। খুব।

মর্। হুঁসিয়ার।

আব। কুছ পরোয়া নেই।

প্রস্থান

মর্। সে কি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি—একটা ভালমানুষকে কি শেষকালে হত্যা ক'রে

বসবো? ভাল মানুষ? কখনই নয়। ডাকাত—সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আলির জান না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে;—উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হ'য়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই দেখিনি ত। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই—তবে—কেমন ক'রে আলির প্রাণ রক্ষা করি। ঈশ্বর, আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর, যদি দস্যু হয় —হাতে বজ্রের বল দাও।

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

বৈঠকখানা

হুসেন ও দস্যু সর্দ্দার

সর্দ্দার। (স্বগত) যতক্ষণ না ছুরি আলির বুকের রক্ত পান করছে, ততক্ষণ আমি সুস্থির হতে পাচ্ছি না। আমার দুঃখে সুখ—শোকে শান্তি—ব্যাধির ঔষধ—সম্পদে বিপদে সঙ্গী—শক্তিমান উনচল্লিশ ভাই—সেই শয়তানের জন্য কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলেম না, যন্ত্রণায় সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তে পার্ল্লেম না, তৃষ্ণায় জল দিতে পার্ল্লেম না—উঃ—অসহ্য অসহ্য! কখন্ তাকে হাতে পাব—কখন্ তাকে দুনিয়া ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তারে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না? (প্রকাশ্যে) ও হুসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হুসেন। তিনি আপনার খানার বন্দোবস্তে আছেন।

আলিবাবার প্রবেশ

সর্দ্দার। আইয়ে আলি সাহেব? বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি খাবার দাবারের যোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বস্‌তে পারছি না মিঞা সাহেব। তুমি নেমক খাও না, তরকারিতে ত সুবিধা হবে না কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা করতে হচ্ছে।

সর্দ্দার। অত হাঙ্গামা কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ। হাঙ্গামা আর কি, নূতন আর কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি হুসেনের দোস্ত—ঘরের লোক—মান অপমানের ভয় নেই, ঘরের যা আছে, তাতেই এক রকম ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীবেশে আবদালা ও মর্জিনার প্রবেশ

আলি। মিঞা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে ? দে, একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দ্দার। তুমি বস আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ—বসছি। কাজটা শেষ ক'রে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসছি। নে নে ততক্ষণ মিঞা সাহেবকে খুসি কর্।

প্রস্থান

আবদালা ও মর্জিনার গীত

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।
মজাসে ঘুমাও, ফুর্ত্তিসে হেলাও,
সাচ্চা বিচুয়া সেরা।

দুষমন্ কোই হ্যায় ওসিকো জান ফরমায়,
দস্তিকো বহুত পিয়ারা।

জোরসে পাকড়াও, হুঁসিয়ারিসে লাগাও, কভি মৎ ঘাব্ড়াও জানি মেরা।

অস্ত্র লইয়া অভিনয়, সর্দ্দারের বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও
সর্দ্দারের বিকট চীৎকার

আব। হাঁ হাঁ হাঁ—

হুসেন। কি কর্‌লি, কি কর্‌লি?

বেগে আলিবাবার প্রবেশ

আলি। কি হ'ল! কি হ'ল! হায় হায়! কি করলি! কি করলি!

মর্। সর্দ্দার। আমায় মাফ কর। তুমি যেমন আলির জান নেবার জন্যে নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্যে নেমক রেখেছি। আমি অবলা—বল কি উপায়ে আমি, শক্তিমান্ তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি?

সর্দ্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ, তুমি ধন্য! আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে ক্ষমা কল্লুম; তুমি আমার কন্যা; তুমি পিতৃনাশিনী নও—তার জীবনদায়িনী। তোমার হাতে ম'রে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। আলি সাহেব! আমার মতন দুষমন্ তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদার্পণ করেনি। আমি দস্যু-সর্দ্দার, আজ তোমাকে খুন করবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন) এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারতো না।—জোর বরাত, তুমি এই বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হুসেন ভাই, কাছে এস, ভয় নেই, তোমার বাপ (ছুরিকা নিক্ষেপ) আমার দুষমন্, কিন্তু তুমি আমার দোস্ত; এস এই লও, আমার কন্যাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আজ

শুন আলি সাহেব, তুমি যেই হও, তবু ত চোর—চোর ডাকাতে যে সম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তাই—সে সম্বন্ধ দৃঢ় কর্‌বার জন্যে আমার যা কিছু সম্পত্তি—সেই গুহার ভিতরে রাশিকৃত ধন—আমার এই বেটীকে সমর্পণ করলেম।

মর্‌। আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো; ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো; আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর খনন ক'রে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্ম্মের জন্যে রেখে দেব।

আলি। সে কি, তুমি মরবে কি? আমি এখনি হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব!

আলির প্রস্থান

সর্দ্দার। হুসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়, শীগগির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিল না দেখে মরছি না।

হুসেন ও মর্‌জিনার প্রস্থান

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে ব'লে দিলে না?

সর্দ্দার। (উচ্চস্বরে) চিচিঙ ফাঁক্‌।

মৃত্যু

আবা। যা বাবা! একেবারে ফাঁক!—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গে!

বেগে আলিবাবা ও হাকিমের প্রবেশ

আলি। কি হ'ল, কি হ'ল— হাকিম ডাকতে দেরী সইল না?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই—এখনি বাঁচবে!—দাও, এই উট পাখীর আস্ত ডিমটা খাইয়ে দাও।

আলি। ম'রে গেছে, আবার বাঁচবে কি?

হাকিম। বাঁচবে—বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে, ওর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি মড়াকে দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি, আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ, আপাততঃ ঢুক ক'রে এই দাওয়াইটা খেয়ে ফেল!—আরে, এ শালা গিলতেই পারে না, তবে আর বাঁচবে কি করে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি—এই নাও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন যাই। তারপর ওষুধ খেতে চায় ত আমাকে আর একবার খবর দিও!

প্রস্থান

বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত

লে চল মুদ্দর।
দেখো ভাই, মান লেও ধরম কি কদর॥
সাহাব মান্‌তে ইমান্ উসিসে মিলা ইমাম।
খুসিসে এসিকো দেও কবর।
বহুৎ আ[illegible]ন হোগা উম্‌দা সাদি লাগা,
খোদা মিলায় দেগা বহুৎ ইনাম জবর॥

সকলের প্রস্থান

পটপরিবর্ত্তন

সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা

সিংহাসনতলে আবদালা, উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা

বাঁদীগণের গীত

চাঁদ চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রেম ভরে।
প্রেম সোহাগে প্রেম অনুরাগে
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা আপনা-হারা
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতোয়ারা,
যাও দেখে যাও, ছবি এঁকে নাও,
রেখো এমনি ক'রে সোহাগ ভরে—
মনচোরে বেঁধে প্রেমডোরে॥

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬